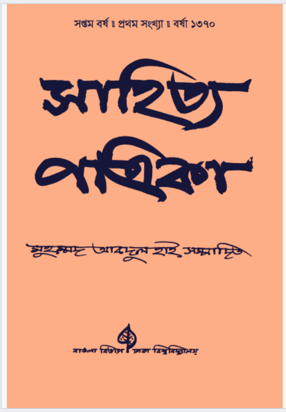

Vol. 7 | No. 1 | 1963

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ-সঙ্কলন

Volume	7
Issue	1
Year	1963
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	শ্রী হরেন্দ্রচন্দ্র পাল
Published online	June 15, 1963
DOI	10.62328/sp.v7i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v7i1.2
Pages	27-80
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ-সঙ্কলন

শ্রী হরেন্দ্রচন্দ্র পাল

॥ ড ॥

ডম্ফ—দাফ দ্রষ্টব্য।

ডহর—নদী, হ্রদ। ফা. দরিয়া (সং.হ্রদ) দরিয়া দ্রষ্টব্য। তু ঃ রামেশ্বর, শিবকীর্ত্তন পালা ঃ নদী হৈল পাথার প্রচুর হৈল জল। ডহরে ডুবিলে ডিঙ্গা যায় রসাতল ॥

ডিবা, ডিব্বা—ছোট গোলাকার পাত্র। আ. দব্বহ—তৈলপাত্র। তুঃ চতুরঙ্গ ঃ তার সামনের বারান্দায় কেরোসিনের একটা ডিবা জ্বলে।

ডিহি—দী দ্রষ্টব্য।

ডেক, ডেগ—তামার বা পিতলের হাঁড়ি। ফা. দিগ্। -চি— ক্ষুদ্রার্থে। ফা. চী। তুঃ খলিল, চন্দ্রমুখী ঃ দেখে খালি ডেগ আছে জল নাই কুজাএ। কর্পূর তাম্বুল নাই সোনার বাটাএ। পুঃ খাপছাড়া ঃ চালে জলে মেপে, নিধু, চড়িয়ে দে ডেকচি।

ডেমাক—দেমাক দ্রষ্টব্য।

॥ ত ॥

তইকা—তয়কা দ্রষ্টব্য।

তইনাৎ—তাইন দ্রষ্টব্য।

তইয়ব—পবিত্র, নিয়মানুগত। আ. তইয়ব্। তুলনীয় ঃ কলেমা তৈয়ব—পবিত্র ভগবৎ নাম ; কলেমা দ্রষ্টব্য।

তউজি, তাহুজি—হিসাব-নিকাশ, খাজনার বিবরণ। (বা প্রজার নামে জমির পরিমাণ খাজনা প্রভৃতির হিসাব।) আ. তৌজীঃহ। তুঃ বঙ্কিম,

বিবিধ প্রবন্ধ : শক সাহেব বৃদ্ধির কারণসকল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা, তৌজির বন্দোবস্ত, লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত, নূতন 'পয়স্তি' ভূমির উপর কর সংস্থাপন, খাসমহলের কর বৃদ্ধি ইত্যাদি। পুঃ সা. বি. গোলাম : তুমি বাবুদের ধর্মের পয়সায় ক'টা তৌজি আর ক'টা তালুক কিনেছ এ পর্যন্ত বিধু? আবার, চি. প. স. চিত্র : ······দিগরের তাহুজি এত্তমামদার ও কর্মচারি ও প্রজাপাইক······।

তওক—তোক দ্রষ্টব্য।

তওবা—তৌবা দ্রষ্টব্য।

তক্‌ৎ, তখ্‌ৎ—সিংহাসন। ফা. তখ্‌ৎ। -তাউস ময়ূর -সিংহাসন। তাউস দ্রষ্টব্য। তুঃ অন্নদামঙ্গল : মারা গেল কত শত আমীর উমরা। কেবল তক্তের বক্তে বাঁচলা তোমরা। পুঃ বঙ্কিমচন্দ্র : তক্ত-তাউসের কথা পড়িয়া যখন মোগলের প্রশংসা করি, তখন কি মনে হয়, বাঙ্গালার কত ধন তাহাতে লাগিয়াছে? আবার, নজরুল, সন্ধ্যা : যাকরে তখ্‌ত্‌-তাউস, জাগ রে জাগ বেহুঁস!

তক্তা—বিস্তৃত কাষ্ঠফলক। ফা. তখ্‌তহ। -পোষ, তক্তপোষ, তখ্‌তপোষ—বিছানার খাট। ফা. -পূশ্‌—আবরণ। তুঃ জামাই বারিক : আমার কি বিছানা আছে না শেজ আছে—একখানি ভাঙ্গা তক্তাপোষ। পুঃ পলাতকা : প্রাণটা হাঁপায়, মাথা ঘোরে,—তক্তপোশে শুয়ে পড়ি ধপাস করে। আবার, অবিশ্বাস্য : দু জাহাজের মাঝখানে তক্তা পেতে যেমন এ-জাহাজে ও-জাহাজে জোড়া লাগানো যায়, ঠিক তেমনি ঐ তক্তা তুলে ধাক্কা মেরে দু' নৌকার মাঝখানের দূরত্ব বাড়িয়েও দেওয়া যায়।

তক্তি—(ক্ষুদ্র কাষ্ঠফলকের ন্যায়) মিষ্ট দ্রব্য বা গহণা বিশেষ। ফা. তখ্‌তী—ক্ষুদ্র কাষ্ঠফলক। তুঃ রবীন্দ্র, লোকসাহিত্য : খোকা আমাদের লক্ষ্মী, গলায় দেব তক্তি। পুঃ ঐ, গ্রাম্যসাহিত্য : মিস্রি সাঁচ চিনির ফেনি ক্ষীর তক্তি সরে। চিনির ফেনা এলাচ দানা মুক্তা থরে থরে॥

তক্‌দির—ভাগ্য, অদৃষ্ট। আ. তক্‌দীর্‌। তুঃ মো. খাতের, লায়লা মজনু : কিছু নাহি কহা যায় তকদিরের বাতে। নছিবের লেখা যাহা কে পারে চিনিতে॥

পুঃ চৌ. চ. মানস ঃ যে ঘরটায় মতির মার্বলে মেমসাহেবরা নিজের নিজের তকদীর দেখছিল।

তক্‌মা—মেডেল, উপাধি-চিহ্ন। ফা. তক্‌মহ—বোতাম ; ফা. তম্‌খহ—রাজকীয় চিহ্ন। তুঃ রবীন্দ্রনাথ, মাতাল ঃ ভদ্রলোকের তক্‌মা-তাবিজ ছিঁড়ে, উড়িয়ে দেবে মদোন্মত্ত হাওয়া।

তকরার—পুনরাবৃত্তি, বিবাদ। আ. তক্‌রার্। তুঃ অন্নদামঙ্গল ঃ কেটে ফেলে পাঠ যদি দেখে তকরার। দোকর করিবে কাজ বালাই তাহার।। পুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ মুই ছোকরাদের সাত হর ঘড়ি তকরার কি করব ?

তকলিফ,-ব—কষ্ট, দুর্ভোগ। আ. তক্‌লীফ্। তুঃ ধূপছায়া ঃ মাতৃভাষা বাঙলাটাই বস্তুত তকলিফ বরদাস্ত করেও কাবুতে আনতে পারি নি।

তকসির, তকঃশীর—দোষ, অন্যায়। আ. তক্‌স্বীর্। তুঃ প্রা. বা. পত্র-সঙ্কলন ঃ কুঙর মঞ্জুরের জুলুম ও প্রজা লুটতরাজ সকল তকঃশীর ইসবাত হইল।

তকিয়া, তাকিয়া, তকেয়া, তয়কা, তইকা—মোটা বালিশ। ফা. তকীয়হ। তুঃ সা. বি. গোলাম ঃ একটা তাকিয়া হেলান দিয়ে কী একটা বই পড়ছিলেন ছুটুক বাবু। পুঃ পূ. গীতিকা, ৩য় ঃ আরেক জন বোঝায় কাগজ দেখিয়া। রাজচন্দ্র বসি রৈছে তক্যা ঢেলান দিয়া।। আবার, মনসামঙ্গল (ষষ্ঠীবর) ঃ কাটা তকেয়া মাথে কাটা যে ইজার। লাখেরাজি কাজি চলে এগার হাজার।। অথবা, মনসা-বিজয় ঃ মির মজলিস চলে তইকা মাথায়।

তখ্‌ৎ—তক্‌ৎ দ্রষ্টব্য।

তছদি—তস্‌দি দ্রষ্টব্য।

তছনছ, তস্‌নস—ছিন্নভিন্ন। আ. তহঃস্‌-নহঃস্। তুঃ জোড়াসাঁকোর ধারে ঃ চাবি দিয়ে পারুল আলমারি খুলে তচনচ করলে ; কোথাও নেই সেই মন্দিরটি। পুঃ জিঞ্জির ঃ লঙ্ঘিব খাড়া পর্বত-চূড়া অনিমেষে, জয় করি সব তস্‌নস্ করি পায়ে পিষে।

তছরুপ, তসরুপ, তসরুফ—ক্ষতি, নাশ। আ. তস্বর্‌রু্ফ্—দখল। তুঃ সা. বি. গোলাম ঃ ফিরে এসে তহবিল তছরূপের দায়ে জেলে পুরলেন দর্পনারায়ণকে।

তছলিম—তসলিম দ্রষ্টব্য।

তজদি—তসদি দ্রষ্টব্য।

তজবিজ—অনুসন্ধান। আ. তজ্‌বীজ্‌। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩য়ঃ তজবিজ করিয়া খুড়া কাট দুই কান। বেতজবিজে মারিলে আমার ত্যজিব জীবন। পুঃ বেলাশেষের গানঃ সুর বলে, 'ভাই মৃগনাভি নাই, এবারে নতুন চীজ; হিমালয় হতে এনেছি এ হাটে, করি বহু তজবিজ'।

তজবির—দেখাশুনা, তত্ত্বাবধান। আ. তদ্‌বীর। বে-তদ্বীর দ্রষ্টব্য। তুঃ তারাশঙ্কর, ব্যাঘ্রচর্মঃ সে-ই এখন তাহাদের তদ্বির তদারক করে। পুঃ আ. ঘ. দুলাল: কিন্তু মকদ্দমাটি যেন বেতদ্বিরে যায় না।

তদারক—দেখাশুনা, সতর্কতা অবলম্বন। আ. তদারক্‌। তুঃ আ. ঘ. দুলালঃ প্রতিদিন সকলের প্রতি সমান তদারকও হয় না। পুঃ চাচা-কাহিনীঃ কিন্তু জর্মন পুলিশ তদারক-তদন্ত করতে হলে খবর দিয়ে আসত। বা, ঐঃ তারপর আঙুলটার তদারকি করল শাস্ত্র-সম্মত ডাক্তারি পদ্ধতিতে।

তন—দেহ, শরীর। ফা. তন্‌ (সং. তনু)। -দারি— শরীর-পালন; ফা. -দারী। -দুরস্ত—স্বাস্থ্য। দুরস্ত দ্রষ্টব্য। তুঃ শেখ ফৈজুল্লা, গোরক্ষ-বিজয়ঃ নাহিক তোমার মনে চেতাইতে তন। কদলীর ভোলে পড়ি হইলা অজ্ঞান॥ পুঃ প্রা. বা. পত্রসঙ্কলনঃ তাহাকে আনিতে রাহাদারি পাঠাইয়াছী তন্দারি করিয়া আমার এখানে আনিবেক। অথবা, গড়-শ্রীখণ্ডঃ "যদি ওভারটাইম করবের চাও, একটুক্ একটুক্ শরাব খাবা, তন্‌দুরস্ত।"

তন্‌খা—মাসিক বেতন। ফা. তন্‌খ্‌্বাহ। তুঃ রক্তকরবীঃ ওপাড়ার 'অষ্ট-আশি' সেদিন মাত্র তিরিশ তনখায় কাজে ঢুকল, দুটো বছর না যেতেই উপরি-পাওনা ধরে ওর আয় আজ কিছু না হবে তো মাসে হাজার-দেড় হাজার তো হবেই।

তন্দুর—উনন। ফা. তনূর্‌। তুঃ জলে-ডাঙ্গায়ঃ কেবিনে ঢুকলে মনে হবে যেন রুটি বানানোর তন্দুরে—আভ্‌নে—আমাকে রোষ্ট করা হবে।

তপসিল—তফসিল দ্রষ্টব্য।

তফন—তবন দ্রষ্টব্য।

তফসিল, তপসিল—বিস্তারিত বিবরণ। আ. তফ্‌স্বীল্। তুঃ সৌরীন্দ্র, ঝড়ঃ নায়েব মশায় আর্জিগুলো হাতে নিয়ে বললেন, আমি তাহলে তফসিলগুলো ঠিক করে রাখিগে।

তফাৎ—পার্থক্য, দূরত্ব। আ. তফাবুৎ। তুঃ অপসরণঃ তফাৎ এইখানে যে আমি মারব না, মরব; উনি মারবেন ও মরবেন। পুঃ জহুরানামা (মো. খাতের): তারপরে দিতে হাত মধুর চাকেতে। উড়িয়া তামাম মক্ষি যাইবে তফাতে॥ আবার, প্রা. বা. পত্রসঙ্কলনঃ আমার বাড়ি জিলার কাচারি হইতে তুই তিন রোজ তফাওত।

তফায়েল—তোফেল দ্রষ্টব্য।

তফিল—তবিল দ্রষ্টব্য।

তফ্‌ফেতা—তাফতা দ্রষ্টব্য।

তবক—বন্দুক, সোনারূপার পাত। আ. ত্বক। -ঈ, -চী—বন্দুকধারী। তুঃ মনসা-বিজয়ঃ কুটিল অলকাবলি তবকের ছটা। সীমন্তে সিন্দুর ভালে চন্দনের ফোঁটা॥ পুঃ ক. ক. চণ্ডীঃ ঘন বাজে দামামা, চমকিত সর্ব্ব গাঁ, তবকী তবকে রোল।

তবন—তহবন দ্রষ্টব্য।

তবল, তবলা—একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। আ. ত্বল্ ও (ক্ষুদ্রার্থে) ত্বব্লহ। -চী—তবলা বাদ্যকর। তুঃ আ. স. দুলালঃ কেহ বা তবলায় চাটি দেন। পুঃ সা. বি. গোলামঃ ছুটুক বাবুর আসরে তবলচী বুঝি অনুপস্থিত।

তবলকী—তবল্লুক দ্রষ্টব্য।

তবলা—তবল দ্রষ্টব্য।

তবল্লুক, তবলকী—নানা রং বিশিষ্ট। আ. তবল্লুক্। তুঃ হু. প্যাঁ. নক্‌শা: ...জায়গায় জায়গায় রং-করা পাটের চুল, তবলকীর মালা, টিন ও পেতলের অসুরের ঢাল তলোয়ার, নানা রঙের ছোবানো প্রিতিমের কাপড় ঝুলতে লাগলো।

তবাসিল—মিলন-প্রচেষ্টা। আ. তব্‌স্‌স্বুল্। তুঃ কৃষ্ণরাম, কালিকামঙ্গল: তবাসিল একে একে, অনেক নাহি দেখে, হেনকালে সুমুখে সুন্দর।

তবিয়ৎ—স্বাস্থ্য, প্রকৃতি, মানসিক অবস্থা। আ. ত্ববিয়ৎ। তুঃ ক. কা. দপ্তর সুতরাং শশি, পূর্ণশশি, আমি তোমাকে ইংরেজিমতে শী স্থির করিয়া, খোস্‌বাহালে, সুস্থ শরীরে খোস-তবিয়তে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিবাহ করিলাম।

তবিল, তহবিল, তফিল—সঞ্চিত অর্থ, ধনাগার। আ. তহ্‌ঃব্‌ীল। -দার—ধনরক্ষক। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ আমাদিগের হাতে তহবিল থাকিলে বোধ হয় টাকা বাঁচিতে পারিবে। পুঃ ইসলাম-প্রসঙ্গে ঃ এই কার্য্যকৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করার কিছুই কারু তফিলে নেইকো।

তমদ্দুন, তমুদ্দুন—সভ্যতা। আঃ তমদ্দুন্। তুঃ বাংলা সাহিত্যে নজরুল ঃ এই কবিতাদ্বয়ের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকারীদের সামনে হিন্দু সংস্কৃতি ও মুসলিম তমুদ্দুনের সংমিশ্রণে ভারতীয় সংস্কৃতির সনাতনরূপ ফুটিয়ে তোলা।

তমসুক, তমঃসুক—দলিল, ঋণপত্র। আ. তমস্‌সুক্। তুঃ কৃ. কা. উইল ঃ আবার যেন কে বলিয়া দিল যে, না, এ দানপত্র নহে, এ তমসুক।

তমাঞ্চা—তমেচা দ্রষ্টব্য।

তমাদি—তামাদি দ্রষ্টব্য।

তমাম—তামাম দ্রষ্টব্য।

তমাশা—তামাশা দ্রষ্টব্য।

তমুদ্দুন—তমদ্দুন দ্রষ্টব্য।

তমেচা, তামেচা, তমেঞ্চা—চপেটাঘাত। আ. ত্বমান্‌চহ্। তুঃ গড়-শ্রীখণ্ড ঃ মারলাম এক তাবেচা উয়েরই এক কুকুর মারা লাঠি দিয়ে।

তম্বি, তাম্বাই—তিরস্কার, নিন্দা, দর্প। আঃ তম্বীহ—উপদেশ। তুঃ যত হাসি তত মজা ঃ পাহারোলার তম্বি চলে তার ওপর, "উসকো ঘুস্‌নে দিয়া কেঁউ?" পুঃ ঢেঁা. চ. মানস ঃ চার আনাতো মজুরী ; তাই দিতেই বাবুভাইয়াদের তম্বি কত! আবার, অবিশ্বাস্য ঃ দেখছো না, যারা হাম্বাই-তাম্বাই করে বেশী, তারাই কাম করে কম।

তম্বুর, তুম্বুরা—তানপুরা। আ. ত্বম্বুর্ (তুঃ ফাঃ ডুম্বহ-বর্‌বহ)। তুঃ রূপরাম ঃ বিমান রাখিয়া সূর্য্য আইলা কৌতুকে। তম্বুর লয়্যা নারদ

মুনি বসিলা সম্মুখে। পুঃ চৈতন্য ভাগবত, আদি ঃ শ্রীনারদ গোসাঞি তুম্বুরা করি সঙ্গে। যে যশ গায়েন ব্রহ্মাস্থানে শ্লোকবন্ধে ॥

তয় তহ্—নীচে। ফা. তহ্। যেমন, তয়খানা, বা তহখানা—পায়খানা ; ফা. তহ্খানহ্ ঃ খানা দ্রষ্টব্য।

তয়—ভাজ, কাগজের পৃষ্ঠা। তয় তয়—পৃথক পৃথক, ভাজে ভাজে। আ. ত্বয় ; তা দ্রষ্টব্য। তুঃ কৃষ্ণরাম, রায়মঙ্গল ঃ হুড়কা খশালে বাঘ তারপর কয়। রাত্রিযোগে হুড়কা খশাই তয়তয় ॥

তয়কা—তকিয়া দ্রষ্টব্য।

তয়নাৎ—তাইন দ্রষ্টব্য।

তয়ফা—এক প্রকার নৃত্য বা নর্তকী। আ. ত্বাইফ বা ত্বাইফহ্। তুঃ হু. প্যাঁ. নক্শা ঃ মজলিসে তয়ফা নাবিয়ে দেওয়া হলো।

তর—ভিজা। ফা. তর্। তুঃ চাচা কাহিনী ঃ ষ্টেশনের চেহারাটা দেখেই জানটা তর হয়ে গেল। পুঃ মো. খাতের, লায়লা মজনু ঃ সেই সে মাটির তরে ছোরমা করিয়া। কায়সের দুই চক্ষে দিবে লাগাইয়া ॥

তর, তরা, তরো—উপায়, ব্যবহার, রকম। আ. ত্বরহ্ঃ। বেতর দ্রষ্টব্য। তুঃ হু. প্যাঁ. নক্শা ; সহরের বড় মানুষরা নানারূপী এক এক বাবু এক এক তরো। পুঃ ঐ ঃ পল্লীগ্রামের টুলো অধ্যাপকেরা বৃত্তি ও বার্ষিক সাদতে বেরিয়েচেন, রাস্তায় রকম রকম তরবেতর চেহারার ভিড় লেগে গ্যাচে।

তরক—পরিত্যাগ। আ. তর্ক্। তুঃ তোহফা ঃ জুমা তরক না করিও কদাচিত নৃপ খল হএ কিবা হএ সুচরিত ॥

তরকচ, তরকোচ, তরকশ—তূণ। ফা. তর্কশ। তুঃ পদ্মপুরাণ ঃ দুইলক্ষ পাইক আইল করিয়া সাজন। তরকশ লইয়া আইল জত রাউতগণ ॥ পুঃ কৃষ্ণরাম, রায়মঙ্গল ঃ ঐরিদণ্ড অচিরাত কঠিন কামান হাত তরকচ পরিপূর্ণ বাণে।

তরক্কী—উন্নতি। আ. তরক্কী। তুঃ রাজসিংহ ঃ তাহা হইলে তোমার তরক্কী হইবে।

তরজমা—অনুবাদ। আ. তর্জুমহ্। তুঃ য়ুরোপ যাত্রীর ডায়রী ঃ ইনি বাংলা শিক্ষা করে অনেক ভালো। বাংলা বই গুজরাটিতে তরজমা করেছেন।

তরজা—একপ্রকার কবিতা। আ. তর্‌জী '-(বন্দ্‌)। তুঃ চৈ. চরিতামৃত, মধ্য ঃ আচার্য গোসাঞী প্রভুকে কহে ঠারে ঠোরে। আচার্য তর্জা পড়ে কেহ বুঝিতে না পারে॥ পুঃ চৈতন্য মঙ্গল ঃ তার সঙ্গে অনুমানে, যোগ তর্জা বাখানে, কর শির করিয়া চালন।

তরজুদ—তরদ্বুদ দ্রষ্টব্য।

তরতিব—বন্দোবস্ত। আ. তর্‌তীব্‌।

তরদ্বুদ, তরদ্দুদ, তরজুদ, তরুদ্দুদ—প্রচেষ্টা। আ. তরদ্দুদ্‌। তুঃ চি. প. স. চিত্র ঃ আমাদ্দিগে হইতে আবাদ তরদ্বুদ ও মালগুজারির সরবরাহ হইলো না। পুঃ ঐ ঃ জমিতে বসত করিআ পরম সুখে ভোগ করহ। অথবা, ঐ ঃ উপরুক্ত জমি সয়ং কিম্বা জাবিলী দ্বারায় আবাদ তরজুদ করিয়া উপরুক্ত মালগুজারি টাকা মেওাদ পর্জ্জন্ত প্রতি সন আদায় লইতে থাকীবেন।

তরফ—দিক, পার্শ্ব, বিশেষ মহলের অন্তর্গত অংশ। আ. ত্বরফ্‌। -দার—মহলের অংশ বিশেষের রক্ষক, প্রতিপক্ষ, উপাধি বিশেষ। দার দ্রষ্টব্য। তুঃ জহুরা নামা (মো. খাতের) ঃ আজ তক সে গাঙ্গের পানি মধু-পানা। চার তরফেতে আর পানি সব নোনা॥ পুঃ তারাশঙ্কর, ইমারত : সে ভূমিকম্পে ভেঙ্গে গেল মসজিদের দক্ষিণ তরফের মিনার।

তরফা—পক্ষীয়। আ. ত্বর্ফহ্‌। তরফ ও একতরফ দ্রষ্টব্য।

তরবিয়ৎ—তরবিৎ দ্রষ্টব্য।

তরবুজ, তরমুজ—ফল বিশেষ। ফা. তর্‌বুজ্‌। তুঃ য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র ঃ একজন ছোকরা আমাদের গাড়ি থামিয়ে হাতে একটা তরমুজ নিয়ে গাড়োয়ানের পাশে গিয়ে বসল।

তরাজ—লুণ্ঠন, হরণ। ফা. তরাজ্‌। তুঃ প্রা. বা. পত্র সঙ্কলন ঃ আমার গোমস্তা শ্রীসামচন্দ্র রায় তাহাকে কএদ রাখিয়া তাহার বাটীঘড় লুটতরাজ করিল।

তরাজু, তারাজু—দাঁড়ী-পাল্লা। ফা. তরাজূ। তুঃ গৌরাঙ্গ দাস, ভাগবত ঃ তবে সত্যভামা দেবী তরাজু আনিল। তার একদিকে প্রভু তোমা বসাইল॥ পুঃ ময়নামতীর গান ঃ একেত বানিয়ার পুত্রে বিকির লাগল পাএ। হস্তেত তরাজু নিয়া ভাণ্ডার ঘরে যাএ॥

তরাস—কাটা, ছুরি। ফা. তরাশ্। যেমন, **কলম-তরাস—কলম-কাটা ছুরি।** **কলম** দ্রষ্টব্য।

তরিক—পথ, উপায়। আ. ত্বরীক্। তুঃ সারিগান (ভা. স. মুক্তাবলী)। যেই জন মহম্মদের তরিক না মানিবে। কাফের হইয়া সে যে দুজকে যাইবে ॥

তরিবৎ, তরবিয়ৎ—শিক্ষা। আ. তর্বিয়ৎ তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ শিশুদিগের এমন তরিবৎ দিতে হইবে যে তাহারা প্রথমে নানাবস্তুর নক্সা দেখিতে পায়। পুঃ জোড়াসাঁকোর ধারে ঃ চাকর তরিবত শেখাচ্ছে।

তরুদ্দুদ—তরদ্দুদ দ্রষ্টব্য।

তলপ, তলব—অনুসন্ধান, আহ্বান, রাজকীয় আদেশ-পত্র। আ. ত্বলব্। -আনা—রাজকীয় আদেশ প্রচারের খরচা। আনা দ্রষ্টব্য। তুঃ মানিক গাঙ্গুলি ঃ তলপ রাজার তোকে তূর্ণগতি আয়। বিলম্ব হইলে পরে বিরূপ হব রায়। পুঃ মা. চ. রাজার গান ঃ রাজা তলব করে মা শীঘ্র করে চল। আবার, বঙ্কিম, বিবিধ প্রবন্ধ ঃ আসামী সাক্ষীর তলবানা চাই।

তলাও—তালাব দ্রষ্টব্য।

তলাক—তালাক দ্রষ্টব্য।

তল্লাস—তালাস দ্রষ্টব্য।

তশরিফ—সম্মান, মান্যতা। আ. তশ্রীফ্ তুঃ আনন্দমঠ ঃ সেই প্রদেশে এই সময়ে কাপ্তেন টমাস সাহেব দুই চারিদল ফৌজ লইয়া তশরিফ আনিয়াছিলেন।

তশিল, তহসিল—(খাজনা) আদায়। আ. তহ্‌স্বীল্ -দার—আদায়কারী। তুঃ প. ও পূর্ববঙ্গ ঃ মদনা রাজা করবে তসিল। কে করবে তার খাজনা হাসিল ॥ পুঃ সীতারাম ঃ কেন, আদায় তহসিল হইতেছে না? আবার ঐ ঃ সকল তহসিলদারেরও দোষ নাই। দেনেওয়ালারা অনেকে দিতেছে না।

তসদি, তস্দি, তছদি, তজদি—বিরক্তি, উপদ্রব, কষ্ট। আ. তস্দী'। তুঃ প্রা. বা. পত্র সঙ্কলন ঃ তাহাতে নমক হারাম লোকে নানাবিধ তছদি দিয়াছে। পুঃ ঐ ঃ জবাব পাই নাই, এ কারণ সাহেবকে এতো তজদি দিতেছি।

তসনস—তছনছ দ্রষ্টব্য।

তসবি, তসবিহ—ভগবৎ প্রশংসা, জপের মালা। আ. তস্‌বীহ্‌। তুঃ আ. ঘ. ছুলালঃ বুজুর্গ ও নবীর নাম নিয়া এক একবার দাড়ি নেড়ে তসবি পড়িতেছেন, কিন্তু সে কেবল ভেক। পুঃ রাজকাহিনীঃ বাদশা আলাউদ্দীন তখন রূপোর কুর্সিতে বসে তশবী-দানা জপ করছিলেন।

তসবির—ছবি। আ. তস্‌বীর্‌। আ. ঘ. ছুলালঃ কেহ বা তসবির আঁকে।

তসবিহ—তসবি দ্রষ্টব্য।

তসরুপ, -ফ—তছরুপ দ্রষ্টব্য।

তসলিম, তছলিম—অভিবাদন, নমস্কার। আ. তস্‌লীম্‌। -আৎ—অভিবাদনাদি। আ. -আৎ—বহুবচনের চিহ্ন। তুঃ বিপ্রদাস, মনসাবিজয়ঃ সেইখানে গেল ভাঁড় কান্দিয়া বিকল। তছলিম করিয়া কহে খবর সকল। পুনঃ রাজসিংহঃ কিন্তু তখনই আবার সাহস করিয়া তসলীম দিয়া বলিল। আবার, চাচাকাহিনীঃ ম্যানেজার বোম্বাই গেলেন সিংগিদের আদাব-তসলিমাত করে বরোদা নিয়ে আসার জন্য।

তসল্লি—সান্ত্বনা। আ. তসল্লী। তুঃ জিঞ্জিরঃ কত সে ক্লান্ত বেদনা-দগ্ধ মুসাফির এরই মূলে, বসিয়া পেয়েছে মা'র তসল্লি, সব গ্লানি গেছে ভুলে!

তস্‌দি—তসদি দ্রষ্টব্য।

তহ—তয় দ্রষ্টব্য।

তহকিক—সত্য, সত্যানুসন্ধান। -আৎ—বহুবচনের চিহ্ন। আ. তহ্‌কীক্‌। তুঃ ইমামের কেচ্ছা (রা. গোপ)ঃ কহিল রাধপ গোপ সর্ত্তপিরের পাএ। আল্লা আল্লা বল ভাই তহকিক খোদাএ॥ পুঃ চি. প. স. চিত্রঃ রামকৃষ্ণ হাজরা আমীন হাজীর হইয়া আপন তহকিকাতের কাগজসকল হলফনামা যুরত দাখিল করিলেন।

তহবন, তবন, তফন—কোমর হইতে পা পর্যন্ত জড়িয়ে পরিধান করিবার পরিচ্ছদ বিশেষ। ফা. তহবন্দ্‌। তহ ও বন্দ দ্রষ্টব্য। তুঃ হারামণিঃ যে জন জেন্দা লয় খেলকা কাফন, দিয়ে তার তাজ তহবান, ভেক সাজায়।

পুঃ গড়-শ্রীখণ্ডঃ একটা রঙিন তফন কিনে এনে সে (ফাতেমা) সুরতনের হাতে দিয়ে বলছিলো—বাঙালেক দিস।

তহবিল—তবিল দ্রষ্টব্য।

তহমত—মিথ্যা অপবাদ। আ. তুহমৎ। তুঃ আ. ঘ. দুলালঃ কলিকাতার পুলিশ লোকেরা এক জাল তহমতের মামলার দরুণ ঠকচাচাকে গেরেফতার করিয়া লইয়া যাইতেছে।

তহসিল—তশিল দ্রষ্টব্য।

তহুরি—দলিল লেখার মুল্য। আ. তহঃরীর্ -লেখা। তুঃ গড়-শ্রীখণ্ড: "তহুরির ব্যবস্থা না করলি আমরা শুনবো কেন?"

তা, তাও—(কাগজের) তাও বা ভাজ। আ. ত্বয় ঃ তয় দ্রঃ। তুঃ দ্বিজ বংশীবদন: দুলাই কাঁড়ারী জানে বানিজ্যের ভাও। বস্তা হনে খসাইল ভুটিভরা তাও॥

তাইদাদ—তায়দাদ দ্রষ্টব্য।

তাইন, তইনাৎ, তয়নাৎ—নিযুক্ত, নিয়োগ। আ. ত্বা'ইন্—নিযুক্ত; আ. ত্ব'ইনাৎ—নিয়োগ। তুঃ প্রা· বা· পত্র সঙ্কলনঃ শ্রীরুদ্ররাম বড়ুয়ার ৫ পাঁচজন শীফাহী তয়নাৎ থাকে, কেহ জোরজুলুম করিতে না পারে।

তাইস—ইচ্ছা, প্রবৃত্তি। আ. ত'ইয়ুশ্—আনন্দ, আগ্রহ। তুঃ তার টাকার বড় তাইস।

তাইস, তাঁইস—অত্যাচার, শাস্তি। আ. ত্বইশ্—ক্রোধ, প্রবৃত্তি। তুঃ হু· পাঁ. নক্শাঃ কিন্তু কর্তা স্বকলমে রোজগার করে বড় মানুষ হয়েছেন, সুতরাং সকল দিকে চোখ রাখেন ও ছেলেদের উপরেও সর্বদা তাঁইস করে থাকেন, সেই দবদবাতেই ব্যাঘাত পড়েছিল।

তাউস—ময়ূর আ. ত্বাউস। তক্ৎ দ্রষ্টব্য। তুঃ যোগ-কালন্দরঃ লাহুত মোকামে জিব্রাইল আছে। জরদ বর্ণ রূপ ছোয়ার তাউছে॥

তাও—তা দ্রষ্টব্য।

তাওয়া, তাবা—চাটু। ফা· তাবা। তুঃ পদামৃতমাধুরী, ২ (রাধা মোহন): প্রেমজলে ডুবু ডুবু লোচন-তাবা। প্রলাপ সন্তাপ ভাব আদি ভোরা॥

তাঁবাদি—তামাদি দ্রষ্টব্য।

তাঁবু—তাম্বু দ্রষ্টব্য।

তাঁবে, তাবে—অধীন। -দার—বাধ্য, বিশ্বস্ত। আ. তাবি'। তুঃ সীতারামঃ এখন মৃন্ময়ের তাঁবে অনেক সিপাহী আছে। পুঃ রবীন্দ্র জীবনী, ৪র্থঃ

অথবা যে তাঁবেদার মন্ত্রীপরিষদ বৃটিশের সহিত সহযোগিতা করিবে তাহাদের মারফত প্রদেশ শাসন করাইবেন। অথবা, রবীন্দ্র, সঞ্চয় (ধর্মের অর্থ) সেই তাহার আপনটি কাহারও তাঁবেদার নহে। আবার, পূ. গীতিকা, ২য়ঃ তাবেদার বান্দী যত ভয় পাইল মনে। কিসের লাগিয়া কন্যা থাকয়ে এমনে॥ বা, মৈ. গীতিকাঃ বার বছর ধইরা আমি করি তাবেদারী। এইখানে আছি আমি হইয়া শিবের পরী॥

তাক—ভিত্তি প্রভৃতির উপরিভাগস্থ আধার বিশেষ, কাষ্ঠফলক। আ. ত্বাক্। তুঃ শ্রীরা. কথামৃত, ২য়ঃ তাকের উপর কজন বসেছে, কেশব মাঝখানে বসেছে।

তাকদ, তাগদ, তাগৎ—শক্তি, ক্ষমতা। আ. ত্বাকৎ। তুঃ অবিশ্বাস্যঃ কিন্তু পূর্ব-বাঙলায় গুমখুন রাজারও রাজা, অর্থাৎ মন্ত্রী—অবশ্য দাবাখেলার—রাজার চেয়ে ঢের বেশি তাগদ ধরেন। পুঃ চৌ. চ. মানসঃ মেয়েটার গায়ের তাকৎ-ও খুব; বেটা ছেলেদেরও হার মানায়।

তাকাদা—তাগাদা দ্রষ্টব্য।

তাকাবি, তাগাবি—সরকার কর্তৃক কৃষককে অগ্রীম দেয় টাকা। আ. তক্কাবী—সাহায্য।

তাকিদ, তাগিদ—চাপ দেওয়া, স্মরণ করাইয়া দেওয়া। আ. তাকীদ্—বাধ্য করণ, শক্তিসম্পন্ন করণ। তুঃ কাব্য-আমপারাঃ এর প্রুফ দেখা, আমায় তাগিদ দিয়ে লেখানো ইত্যাদি সমস্ত কাজ আবদুল মজিদ দিবারাত্র পরিশ্রম করে শেষ করেছেন। পুঃ রবীন্দ্র, আত্মশক্তিঃ এখন সরকারের নিকট হইতে ভিক্ষা, নয় তাগিদ দরকার হইয়া পড়িয়াছে। অথবা, শান্তিনিকেতন (সমাজে মুক্তি): প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ সমাজে বদ্ধ হয়েছে। অথবা পূ. গীতিকা, ২য়ঃ রাজার বাড়ীর তাগিদদার দুরন্ত হইয়া একদিন ধোবারে কয় নিরলে ডাকিয়া॥

তাকিয়া—তকিয়া দ্রষ্টব্য।

তাকুৎ—সেবা, সাহায্য আঃ তক্বিয়ৎ—সাহায্য, সামর্থ্য। তুঃ আ. ঘ. দুলালঃ তাকুৎ করাতে আরাম হইয়াছে।

তাগ—শব্দ, উচ্চারণ। আ. ত্বাক্। -মাফিক—উচ্চারণ অনুযায়ীঃ মাফিক দ্রষ্টব্য। তুঃ জলে ডাঙ্গায়ঃ আমাদের গল্পের মাঝে মাঝে তাগ মাফিক 'হুঁ', 'হাঁ', দিব্যি বলে যেতে লাগলেন।

তাগৎ, তাগদ—তাকদ দ্রষ্টব্য।

তাগাদা, তাকাদা—(আদায়ের) দাবী। আ: তকাজ্বা। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ টাকার তাগাদা করিতে করিতে আমাদের পায়ের বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল। পুঃ শরৎ, সতী ঃ তোমার তদ্বির-তাগাদায় যদি কারও উপকার হয়ে থাকে সে তো আহ্লাদের কথা।

তাগার, তাগাড়, তাগাড়ী—বালতী, চূণপাত্র। তুর্কী. তঘার্। তুঃ দ্বিজ বংশীবদন ঃ কাষ্ঠের তাগাড়ী নেও এক এক গোটি। ইহার বদলে দিবা সুবর্ণের ঘটি॥

তাজ—মুকুট, টুপি। ফা. তাজ্। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ মাথায় জরির তাজ।

তাজমহল—সম্রাট সাহজহান নির্মিত সুপ্রসিদ্ধ অট্টালিকা। ফা. তাজ্ এবং আ. মহ্‌ল্ ঃ মহল দ্রষ্টব্য। তুঃ সুরধুনী কাব্য ঃ তাজমহলের শোভা অতি চমৎকার। ভারতে এমন হর্ম্য নাহি কোথা আর॥

তাজা—নূতন, সবুজ, জীবন্ত, টাটকা। ফা, তাজ্‌হ্। তুঃ খনার বচন ঃ মরা হইতে তাজা ভাল যদি মরতে যায়। পুঃ য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র ঃ ঘাসগুলো অত্যন্ত সবুজ ও তাজা।

তাজি—আরবীয় ঘোড়া। ফা. তাজী। তুঃ পদ্মপুরাণ : ছয় কুমার সাজিল চড়ি তাজি ঘোড়া। চন্দ্রমণি রত্নমণি আর চন্দ্রচূড়া॥ পু: কৃত্তিবাস ঃ চলিল তিরাশী কোটি শ্রেষ্ঠ তাজি ঘোড়া। অক্ষৌহিনী সত্তরি চলিল ভূমি জোড়া॥

তাজিম—শ্রদ্ধা, সম্মান। আ. ত'জ্বীম্। তু: পুঃ গীতিকা, ৪র্থ ঃ এইরূপ থোরা দিন গেল গুজারিয়া। বুড়িরে রাখিল এছাক তাজিম করিয়া॥

তাজিয়া—হাসান-হোসেনের সমাধি মন্দিরের প্রতিকৃতি ; শোক প্রকাশের মিসিল। আ. ত'জিয়হ—শোক। তুঃ শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র ঃ মুসলমান কয়েদীরা মোহরমের তাজিয়ার পয়সা পাচ্ছে।

তাজ্জব, তাজ্জুব—বিচিত্র, আশ্চর্য। আ. ত'জ্জুব্। তুঃ চাচাকাহিনী : তাই তাজ্জব মেনে বারবার তাঁকে জিজ্ঞেস করি।

তাঞ্জাম—সুসজ্জিত চতুর্দোলা. অঙ্গ-পরিচ্ছদ। ফা. তন্‌জামহ : তন ও জামা দ্রষ্টব্য। তুঃ বেলাশেষের গান তাঞ্জাম চলে হাওদার পিছে, নকাড়া সে বাজে, নকীব হাঁকে।

তাফ্‌তা, তফ্‌ফেতা—একপ্রকার কাপড়। ফা. তফ্‌তহ—বোনা (কাপড়)।

তাবা—তাওয়া দ্রষ্টব্য।

তাবিচ, তাবিজ—কবচ আ. ত'বি্‌ধ্‌ তু: অন্নদা মঙ্গল: এমন খবিশ আর না শুনি কোথায়। তাবিজ ছিঁড়িয়া ফেলি ওঝারে কিলায়॥

তাবুরুক—আশীর্বাদ। আ. তবর্রুক। তুঃ হরিদেব, শীতলামঙ্গল: তাহার তাবুরুক লয়্যা যত নেত্রগণ। রাত্রিদিন তরী বায়্যা করিল গমন॥

তাবে—তাঁবে দ্রষ্টব্য।

তামাদি, তমাদি, তাঁবাদি—সময়সীমা নির্দেশ। ফা. তমাদী। তুঃ রবীন্দ্র, আত্মশক্তি: মনে করো, তোমার সম্পত্তি যদি তামাদি হইয়া থাকে তাহা হইলে ন্যায্য স্বত্বও যে দখলিকারের মন যোগাইয়া উদ্ধারের চেষ্টা করিতে হয়।

তামাম, তমাম—সমাপ্তি, সকল। আ. তমাম্। সাল তামামি—বৎসর শেষের হিসাব: সাল দ্রষ্টব্য। -ই হিসাব—হিসাব নিকাশ: হিসাব দ্রষ্টব্য। তুঃ চাচা কাহিনী: তামাম মাসের ঘরভাড়া খাইখর্চার জন্য অন্ততঃ পঞ্চাশটি টাকা তো দিতে হয়। পুঃ বিপ্রদাস: সেইখানে পানি পিতে দেখিল গোলাম। খেদাড়ি আইল তারে রাখাল তমাম॥

তামাশা, তমাসা—দৃশ্য, কৌতুক। ফা. তমাশহ্‌। চাচা কাহিনী: মেয়েটা চিরকালই হাসি তামাশা করে সময় কাটাত।

তামিল—কর্ম সম্পাদন। আ. ত'মীল্‌। তুঃ মৈ. গীতিকা: হুকুম তামিল নাই করহ আমার। রাখিছ সুন্দর নারী ঘরে আপনার॥ পুঃ সীতারাম: সে হুকুম তখনই তামিল হইল।

তামেচা—তমাঞ্চা দ্রষ্টব্য।

তামু, তাম্বু, তাঁবু—শিবির, ক্যাম্প। আ. ত্বনবী; বা ফা. তম্বু। তুঃ ক. ক. চণ্ডী: খাটয়্যা তামুঘর বসিলা সদাগর পরিসর নদীর কূলে। পুঃ ঐ (অন্যপাঠ): টাঙ্গায়ে তাম্বুঘর বসিলা সদাঘর পরিসর তটিনীর কূলে।

তাম্বাই—তম্বি দ্রষ্টব্য।

তাম্বু—তামু দ্রষ্টব্য।

তায়দাদ, তাইদাদ—সংখ্যা নিরূপণ। আ. ত'ইদাদ্। -নবিশ, তাইদ নবিশ—সংখ্যা নিরূপক। নবিশ দ্রষ্টব্য। তুঃ মু. গু. জীবনচরিত ঃ ভজগোবিন্দ চক্রবর্তী নামে একজন তাইদনবিশ সেই কালেক্টরী আফিসে থাকে।

তায়ের—তেউর দ্রষ্টব্য।

তারাজু—তরাজু দ্রষ্টব্য।

তারিখ—দিন, ইতিহাস। আ. তারীখ্। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩য় ঃ ভাবিয়া চিন্তিয়া আমির রাজি যে হইল। দিন খেন বাছিয়ারে তারিখ করিল॥ পুঃ শান্তিনিকেতন (জন্মোৎসব) ঃ কত ২৫শে বৈশাখ চলে গিয়েছে; তারা অন্য তারিখের চেয়ে নিজেকে কিছুমাত্র বড়ো করে আমার কাছে প্রকাশ করে নি।

তারিপ, -ফ—প্রশংসা, বর্ণনা। আ. ত'রীফ্। তুঃ বা. প্রবাদ ঃ পান্‌কিতে ভাত নেই, তারিপ করে খায়। পুঃ অপসরণ ঃ তুমি কি ওদের তারিফ করবে না? অথবা, জীবন মৈত্র ঃ দেখিয়া তারিফ করে চাঁদ অধিকারী। দেখেন মস্তক পরে জয় বিষহরি॥

তালকিন—সম্বন্ধযুক্ত, সংশ্লিষ্ট। আ ত'ল্লুকিন্। তুঃ আমীরুদ্দীন, কাছাছোল আম্বিয়া ঃ তারপর যার কাছে হইনু তালকিন। নাম তার হজরত খাজে মিছকিন।

তালা, তাল্লা—সর্বশক্তিমান, যেমন আল্লা তাল্লা বা খোদা-তালা ঃ আল্লা ও খোদা দ্রষ্টব্য। আ. ত'আলা।

তালাও তালাব দ্রষ্টব্য।

তালাক, তলাক, তাল্লাক, তেল্লাক—বিবাহ-বিচ্ছেদ। আ. ত্বলাক্। -নামা—বিবাহ-বিচ্ছেদ পত্র। নামা দ্রষ্টব্য। তুঃ রাজসিংহ ঃ আমি অনেক দিন হইল, উহাকে তাল্লাক দিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। পু. পূ. গীতিকা, ৩য় ঃ ধনদৌলত যৌবন মন পাইবারে বেবাক। আর যত বিবি আছে দিবরে তালাক॥ আবার, বৃহৎ বঙ্গ, ২য় ঃ সহজিয়া প্রেমে "তলাক নামা" অগ্রাহ্য। অথবা, মৈ. গীতিকা ঃ শুনিয়া আলাল কয়, "শুন দুলাল ভাই। তালাক নামা লেখ্যা গেলে অধর্ম কিছু নাই॥"

তালাব, তালাও, তলাও—পুকুর। ফা. তলাব্। তুঃ তারাশঙ্কর, তাসের ঘর ঃ মাছ ধরতে যাব আজ দেহাতে—এক জমিদারের তালাওয়ে। পুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ শিয়ালদার বাড়ীর তলায়ের ভিতর আছে।

তালাশ, তল্লাস—অনুসন্ধান, খোঁজ। আ. তলাশ্। খানাতল্লাশ—ঘরখোঁজ ঃ খানা দ্রষ্টব্য। তুঃ কৃত্তিবাস ঃ শ্রীরাম বলেন, বলি লক্ষণ তোমারে। তল্লাস করহ ধন কি আছে ভাণ্ডারে॥ পুঃ পরশুরাম, কৃষ্ণমঙ্গল ঃ সূর্য্যের উদয় হইল রজনি প্রভাত। আমাদের তালাসে আইলা গুরুনাথ॥

তালিকা—ফর্দ, নামোল্লেখ। আ. ত'লীকহ। আ. গোবিন্দদাস, করচা ঃ মাতিল নগর পল্লী বালক বালিকা। কত লোক আসে যায় কে করে তালিকা॥ পুঃ খাইখাই ঃ কেউ খায় থতমত, তাও লিখি তালিকায়।

তালিপ, তালিব, তালেব—অনুসন্ধানকারী, শিষ্য। আ· ত্বালিব্। -এলম—জ্ঞানান্বেষী। আ. ত্বালেবুল্-'ইল্ম্ ঃ এলেম দ্রষ্টব্য। তুঃ দ্বিজ বংশীবদন ঃ আকন্দ হাসন কাজি হৈল আগুয়ান। তালিপ মুরসিদে তার ধরিছে যোগান॥ পুঃ তোহফা ঃ তালেব-এলম দেখি আদর করিব। কার্য হেতু যথ পারে সহায় হইব॥

তালিম—শিক্ষা, উপদেশ। আ· ত'লীম্। তুঃ চাচা-কাহিনী ঃ হকি খেলায় তিনি আমাদের তালিম দিতেন। পু: নীলদর্পণ ঃ আমাদিগের ইচ্ছা হইলেও সাক্ষীকে তালীম দিতে সাহস হয় না।

তালুক—ভূ-সম্পত্তি। আ. ত'ল্লুকহ। -দার— ভূ-সম্পত্তির মালীক। তুঃ মু. গু. জীবনচরিত ঃ "টাকা ফেলিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই, তালুক-মুলুক করুন।" পুঃ পূ. গীতিকা, ৩য় ঃ তার বাপের জমিদারি তারে না দেও কেন। পাইয়া পরের মাল বাপের তালুক জ্ঞান॥

তালেব—তালিপ দ্রষ্টব্য।

তালেবর—পৃষ্ঠপোষক, ভাগ্যদানকারী। আ· ত্বালিব—ভাগ্য ; ফা· বর্—বুর্দন্ (বহন করা) ক্রিয়ার ইস্‌মে-ফা'ইল্। তুঃ চাচা-কাহিনী ঃ কিন্তু দশ মিনিট যেতে না যেতেই বুঝলুম, এ বুড়ো তালেবর ব্যাক্তি। পুঃ পূ· গীতিকা, ২য় ঃ তালেবর সেই রাজা ধন অঙ্গুন্যাই। বান্দি গোলাম কত লেখাজুখা নাই॥

তাসা—একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। ফা· ত্বাসহ। তুঃ কৃত্তিবাসঃ ঢেমচা খেমচা বাজে বাজে করতাল। টমক খমক তাসা শুনিতে রসাল॥

তাহুজি—তউজি দ্রষ্টব্য।

তাহুৎ, তাহুদ—প্রতিজ্ঞা, স্বীকার। আ· তহুদ্। তুঃ প্রা· বা· পত্র সঙ্কলনঃ সন মজকুরের খাস তহবিলে তাহুতের জেয়াদা উষুল হইল না।

তিজারত—তেজারত দ্রষ্টব্য।

তিলিসমাত—তেলেসমাত দ্রষ্টব্য।

তীর—শর। ফা. তীর। -অন্দাজ—ধনুর্ধর, তীর নিক্ষেপকারী; আন্দাজ দ্রষ্টব্য। -কর—তীর প্রস্তুতকারী। ফা· তীরগর্। -কশ, ত্রিকচ—ধনু নিক্ষেপকারী। ফা. তীর্‌কশ্। তুঃ রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দরঃ কোটি কোটি তীরন্দাজ যে যা বিন্ধে একান্দাজ, রায়বাঁশে কেহ নহে টুটা। পুঃ রাজসিংহঃ যে পুরাণেতিহাস বর্ণিত আর্য্যবীরগণের এত খ্যাতি শুনি, তাহাদের কৌশল কেবল তীরন্দাজী ও লাঠিয়ালিতে। অথবা, শূন্যপুরাণঃ ধর্ম্ম হৈল্যা জবনরূপি, মাথাএ ত কাল টুপি, হাতে সোভে ত্রিকচ কামান।

তুঁত, তুত—বৃক্ষ বিশেষ। আ তূৎ। তুঃ রবীন্দ্র, পারস্যেঃ পথের ধারে দেখা দিল এল্‌ম্ পপলার অলিভ্ ও তুঁত গাছের শ্রেণী।

তুদা—লক্ষ্যস্থল। -বন্দি—লক্ষ্যস্থল চিহ্নিত করা; সীমানা বাঁধিয়া দেওয়া। ফা· তূদহ-বন্দী।

তুফান, তোফান—ঝড়। ফা. ত্বুফান্। তুঃ আ. ঘ· দুলালঃ নৌকা তোফানের তোড়ে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল।

তুবড়ী—তুম্বুরু দ্রষ্টব্য।

তুম্বুরা—তম্বুর দ্রষ্টব্য।

তুম্বুরু, তুবড়ী—একপ্রকার আতসবাজী। আ· ত্বনুব্ -(অস্ত্রের) পুচ্ছ বিশেষ; বা ত্বুনুব্—(শিবির) রজ্জু। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩য়ঃ ক্ষণিক পরে হৈল তথায় বাজি খেলার সুরু। ওরে আচমনে হাবুই ছাড়ে জমিনে তুম্বুরু॥

তুরক, তুর্ক, তুরুক, তুর্কী—তুরস্কের অধিবাসী। ফা· তুর্কী। -সোআর—তুর্কী অশ্বারোহীঃ সোআর দ্রষ্টব্য। তুঃ চৈ· চরিতামৃত, মধ্যঃ একজন আসি

রাত্রে গ্রামীকে বলিল। "তোমার গ্রাম মারিতে তুরুক সাজিল।" পু: লোকরহস্য: ইহার সহিত মহাতেজস্বী তুর্ক-বংশীয় ঔরঙ্গজেবের তুলনা কর। আবার, মনসাবিজয়: আর এক অপরূপ শুন মন দিয়া। কহিব কারণ কিছু তুড়ুক লইয়া॥ বা, চৈ° চরিতামৃত, মধ্য: কৃষ্ণদাস কহে, আমার ঘর এই গ্রামে। শতেক তুড়কী আছে দুইশত কামানে॥

তুর্পাই—একপ্রকার সেলাই। আ· ত্বর্‌ফইন্—দুই পার্শ্ব (-এর সেলাই); ত্বর্‌ফ শব্দের দ্বিবচন: তরফ দ্রষ্টব্য। তু: সুভাষিণী দেবী: যখন দুই টুকরা কাপড়কে একত্রে জুড়িতে হয় তখনই উহা মুড়িয়া কিনারা তুরপাই করিতে হয়।

তুর্পুন—কাষ্ঠাদি ছিদ্র করিবার যন্ত্র। ফা তুর্ফান্। তু: শরৎ চাটার্জি, লালুর পাঠাঁ বলি: তার বইয়ের থলির মধ্যে সর্বদাই মজুত থাকত একটা হামানদিস্তার ডাঁটি, একটা নরুন, একটা ভাঙ্গা ছুরি, ফুটো করবার একটা পুরনো তুরপুনের ফলা, একটা ঘোড়ার নাল। পু: বেলা শেষের গান (রাজা-কারিগর): তুরপুন হল তানপুরা তব, নেহাইএ নেহাইএ দাও তেহাই।

তুলকালাম—বাগাড়ম্বর। ফা. ত্বোলে-কলাম্। তু: আর তুলকালাম করে কি হবে? যা বলবার বলে ফেল।

তুহার—তৌহার দ্রষ্টব্য।

তেউর, তায়ের—পক্ষী বিশেষ। আ: ত্বের্, বা ইহার বহুবচনে ত্বুয়ূর্। তু: মৈ° গীতিকা: দিনে দিনে তোমার সুদিন হইল গত। উড়িয়া যাইবে যখন তেউর পক্ষীর মত॥

তেজারৎ, তিজারত—ব্যবসা। -ই— ব্যবসাকার্য। আ. তিজারৎ: তু: অপসারণ: ডাকাতির মাল কুণ্ডু পরিবারের তেজারতির মূলধন হইয়াছিল। পু: আ. ঘ. দুলাল: শুনিতে পাই এক বাঙ্গালী বাবু চাকরি ও তেজারতের দ্বারা কিছু বিষয় করিয়া মথুরায় আসিয়া বাস করিতেছে।

তেরিজ—যোগ, প্রচলন। আ. তর্‌বীজ্। তু: কালান্তর (বাতায়নিকের পত্র): কিন্তু এই যে বস্তুতান্ত্রিক বিশ্ব, এই যে শক্তির ক্ষেত্র, এর আয়তনে অঙ্কগুলো যোগ দিতে দিতে হঠাৎ এক জায়গায় দেখি তেরিজটা একটানা বেড়ে চলবার দিকেই ছুটছে না।

তেলেসমাত, তিলিসমাৎ—জাদুমন্ত্র। তু: জিঞ্জির: হাসিতে হাসিতে দিতেছে স্বামীরে, খুশিতে কাঁপিছে হাত। শির্‌নি র‍াধেন বড় বিবি, বাড়ী সদ্ধে তেলেস্‌মাত॥ পুঃ হাসু: পোলাও, কোর্মা, কাবাবের বাসে বাতাস তেলেসমাত। ছোট ছেলে-মেয়ে হল্লা করিয়া পাতিছে কলার পাত॥

তেল্লাক—তালাক দ্রষ্টব্য।

তৈয়ার, তৈরী—প্রস্তুত, সম্পূর্ণ। ফা. তৈয়ার্। তু: চাচা-কাহিনী: এ রকম উমদা গেঞ্জি স্রেফ দু'খানা তৈরী হয়েছিল।

তোআক্কা—নির্ভর, সম্বন্ধ, অভিপ্রায়। আ. তব্‌ক্কু'। তু: মরুতীর্থ হিংলাজ: কিন্তু কোন অভিযোগের কোন তোয়াক্কা নেই ভৈরবীর।

তোআঙ্গর—ধনী। ফা. তব্‌ান্‌গর্। তু: পূ. গীতিকা, ৪র্থ: গেরামের মাঝ খানে এছাকের ঘর। নামডাগর মানুষ তারা মস্ত তোয়াঙ্গর।

তোআজ—প্রশংসা, আদর। আ. তব্‌াজু'—নম্রতা। তু: প্রবাদ: আসলেন বাবু বসলেন ঘরে, প্রাণ গেল তোয়াজ করে। পুঃ আ. ঘ. দুলাল: সাহেব টাকার খাতিরে মুৎসুদ্দিকে তোয়াজ করে।

তোক, তওক—লৌহ শৃঙ্খল। আ. ত্বৌক্। তু: অন্নদামঙ্গল: লুঠী নিল নারী গাড়ী দিল বেড়ি তোক। শুনি মহাবদজঙ্গ চেলে পেয়ে শোক॥ পুঃ গরীবুল্লা, ইউসুফ জেলেখা: বজায় সলামৎ রাখি রাজার দেওয়ানে। শিকদার তোকদার ইজারদার সনে॥ আবার, শূন্যপুরাণ: কোমরেতে তোক দিল পাএতে তাড়ুকা।

তোকমারি—এক প্রকার বীজ। ফা. তুখ্‌মি-রয়হা:ন্ (রয়হান শষ্যের বীজ)। তুঃ ফোঁড়ায় তোকমারির পুলটিশ দিলে সহজেই আরাম হয়।

তোড়া, তোর্‌রা—(পুষ্প) গুচ্ছ। ফা. তুর্‌রহ—(চুলের) গোছা। তুঃ রাজসিংহ: জেব-উন্নিসা একটা ফুলের তোররা ফেলিয়া দরিয়াকে এমন জোরে মারিলেন যে, দরিয়ার কর্ণ-ভূষায় লাগিয়া কাণ ফাটিয়া রক্ত পড়িল। পুঃ য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র: একটি সুন্দরী মেয়ে কতকগুলি ফল আর ফুলের তোড়া নিয়ে আমাদের সম্মুখে হাজির হল। অথবা

পু: গীতিকা, ৩য়: সন্দুক খুলিয়া নজর করি চায়। হাজার টাকার তোড়া সামনে দেখা যায়।

তোতা—এক প্রকার পাখী। ফা. তোতহ। তু: মৈ. গীতিকা: তোতা লইল ময়না লইল আরো লইল টিয়া। সোনামুখী দইয়ল লইল পিঞ্জিরায় ভরিয়া॥

তোপ—কামান, বন্দুক। তুর্কী. তোপ্। তু: অন্নদামঙ্গল: গোলা ধম ধম, গোলী ঝম ঝম, গম গম তোপ আবাজে।

তোফা, তোহফা—চমৎকার, উৎকৃষ্ট (পুরস্কার)। আ. তুহ্ঃফহ্। তু: বাল্মীকি-প্রতিভা: কাজ কী খেয়ে তোফা আছি, আমায় কেউ না খেলেই বাঁচি। পু: তীর্থংকর: সে তখন করল কি? না, সোজা গিয়ে তাকে তোফা খুন করল। অথবা, চাচা-কাহিনী: হাবশী বাদশাহ হাইলে সেলাসিস মহারাজা সায়াজী রাওকে একজোড়া সিংহ-সিংহী তোফা পাঠিয়েছেন। আবার, তোহফা: হাদিয়ারে তোহফা আরবী ভাষে বলে। মহতেরে দেয় ডালি দিব্য বস্তু হৈলে॥

তোফান—তুফান দ্রষ্টব্য।

তোফেল, তফায়েল—শুভ-সঙ্কেত। আ. তফাব্ুল্। তু: আশরফ আলী, কেছাছোল আম্বিয়া: আখেরি জেলেদ কেচ্ছা কেছাছোল আম্বিয়া। নবিজির তোফেলে গেল তামাম হইয়া॥

তোবা—তৌবা দ্রষ্টব্য।

তোষক—ক্ষুদ্র গদি। ফা. তূশক্—বালিস, গদি। তু: শরৎ, স্বামী: তিনি নিজে বিছানা থেকে একটা তোষক তুলে বললেন, আজ এইটি পেতে শোও।

তোষা—খাদ্যসম্ভার। -খানা— ভাণ্ডারগৃহ। ফা. তূশহ-খানহ। তু: কমলাকান্তের দপ্তর: কাহারও কামনা, তোমার তোষাখানার বাতী জ্বালিয়া দিব—আমার খবরের কাগজখানি যেন চলে। পু: জোড়াসাঁকোর ধারে: চাকররাও তাদের তোষাখানায় গল্পগুজব করে।

তোষামোদ, তোষামদ—প্রশংসা-উক্তি। ফা. খুশ্-আমদী: খোসামোদ দ্রষ্টব্য। তু: শ্রীরা. কথামৃত, ১ম: সত্ত্বগুণী লোক … কখনও তোষামদ করে ধন লয় না।

তোহফা—তোফা দ্রষ্টব্য।

তৌবা, তওবা, তোবা—অনুতাপ। আ. তৌবহ। তু: বিজয়গুপ্ত, মনসামঙ্গল: চারিদিকে বেড়িয়া ধূপের ধোঁয়া ধরে। তোবা তোবা বলিয়া মোল্লা খোদা খোদা স্মরে॥ পুঃ দ্বিজ বংশীবদন: মুখ দিয়া ফেনা উঠে পরাণ সংশয়। তৌবা তৌবা বলিয়া খোদার নাম লয়॥ অথবা, অবিশ্বাস্য: তওবা, তওবা—তা তোমাকে বলে আর কি হবে?

তৌহার, তুহার—ধর্মানুষ্ঠানের দিন। আ. তুহর্ বা তহারৎ—আনুষ্ঠানিক পবিত্রতা। চৈ. চ. মানস: তৌহারের দিন।

তৌহিদ—ঐক্য, একেশ্বরবাদ। আ. তৌহীঃদ্। তুঃ তোহফা: আছে তৌহিদের কথা শুন বুধজন। দৃঢ় চিত্তে ভাব সত্য প্রভু নিরঞ্জন॥

ত্যান্দর—অবিবেচক, দুষ্ট। ফা. তুন্দ্-রায়। তুঃ বাড়তির পথে বাঙ্গালী: ডানপিটে-ভবঘুরে-ত্যাঁদর হিসাবে ইহারা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ত্রিকচ—তীরকশ দ্রষ্টব্য।

দ:

দইয়ুম—দায়েম দ্রষ্টব্য।

দখল—অধিকার, ব্যুৎপত্তি, প্রভুত্ব। আ. দখ্ল্। তুঃ বিজয় গুপ্ত: আসিল হিন্দুর বেটি বড় দৈব ফলে। ধাই আসি জানাইল বাহির দখলে॥

দগদগি—ঝড়ঝঞ্ঝাট। ফা. দঘ্দঘহ। তুঃ ক. ক. চণ্ডী: হিয়ে দগদগি অন্তরে শোক। মুখে নাহি চলে এ বড় শোক॥ পুঃ চণ্ডীদাস: দগদগি পরাণ পোড়ানি কি দিলে হইবে ভাল।

দজক—দোজখ দ্রষ্টব্য।

দজলা—তাইগ্রীস নদী। আ. দজ্লহ। ফররুখ আহমদ, দরিয়ার শেষ রাত্রি: মাহগীর বুঝি দজলার বুকে ফেলে জ্যোছনার জাল।

দজ্জাল—কলহপ্রিয়, মিথ্যাবাদী, ধূর্ত্ত। আ. দজ্জাল্। তুঃ বাবু নাটক: পড়েছি দজ্জালের হাতে, জঞ্জাল জড়ায় দিন রাতে। পুঃ বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস:

গিন্নি যতই দজ্জাল ও কটুভাষিণী হোক, নিজের মৃত্যুর পর অন্য কেউ এসে স্বামীকে দখল করবে এ কল্পনা যে তার পক্ষে অসহ্য।

দৎ—দোয়াত দ্রষ্টব্য।

দপন—দফন দ্রষ্টব্য।

দপ্তর—দফ্‌তর দ্রষ্টব্য।

দফ, দাফ—একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। ফা. দফ্‌। তুঃ ক. ক. চণ্ডী: দামা সানী দাফে, সিংহল কাঁপে, পরিজন রহে তরুমূলে।

দফ্‌তর, দপ্তর—পুস্তক, হিসাবের খাতা, কর্মশালা, আফিস। ফা. দফ্‌তর্‌। -ই, -ঈ—গ্রন্থরক্ষক, হিসাব পর্য্যবেক্ষক, যে গ্রন্থ বাঁধে। ফা. -ঈ। -খানা—দলিলপত্রাদি সংরক্ষণস্থান, আফিসঘর। -খানা দ্রষ্টব্য তুঃ মা. চ. রাজার গান: ফির মঙ্গলবারে চিত্র গোবিন্দ দপ্তর খুলিল। পুঃ ভা. ঘ. দুলাল: সকলে দপ্তর বাঁধিতে উদ্যত হইল। অথবা, অন্নদামঙ্গল: আর রামা বলে সই এত বড় গুণ। দপ্তরী আমার পতি তার গতি শুন॥ আবার, অপসরণ: সুধী আবিষ্কার করল যে ফেয়ারফিল্ড্‌ স্বয়ং দপ্তরীগিরি করেন, বই বাঁধেন।

দফন, দাফন, দপন—কবরস্থ করা। আ. দফন্‌। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩য়: দপনের সংবাদ যখন পায়রে মনসুর চোরা। রাইত নিশিতে সুরু করে মরার কয়বর খোড়া॥

দফ্‌রা—গালি। আ. তুফ্‌ফা—ঝঞ্ঝাবর্ত। তুঃ ঈশ্বর গুপ্ত: দফ্‌রা খেয়ে নফরা যত করে বসে কি একখানা।

দফা, দফে—বার, সময়, বিষয়। আ. দফ্‌'হ। -দফা—বারবার। -রফা বিষয় নিষ্পত্তি; রফা দ্রষ্টব্য। এক দফা—এক বারে। তুঃ অবিশ্বাস্য: তার সম্বন্ধে দু একটি কথা বলতে না বলতেই ক্লাবের নয়াঝুনা সব সদস্য দফে দফে তার গুণ কীর্তন করলেন। পুঃ ঈশ্বর গুপ্ত: ও ভাই তারা মোলেই দফারফা এককালে সব ফুরিয়ে যাবে। আবার, মানিক গাঙ্গুলী, ধর্মমঙ্গল: তার গেছে এক দফা দ্বাদশ মোহর। কিবা চায় কোটাল হয়েছে স্বতন্তর॥ অথবা, অপসরণ: তা ভেবে অশোকার আর এক দফা হাসি পাচ্ছিল।

দফা—অশ্বারোহী সৈন্য। -দার—সৈন্য বিভাগের পদস্থ কর্মচারী, পাহারাদার। আ দফ্'অ। ফা. দার্ঃ দফা দ্রষ্টব্য। তুঃ মৈ. গীতিকাঃ লাগাম ছাড়িয়া ঘোড়ার পৃষ্ঠে মাইল থাপা। ছুট্যা গেল দৌড়ের ঘোড়া যেথায় বাত্যার দফা॥ পুঃ বিসর্জনঃ এখানকার দফাদার আমার মামাত ভাই।

দফারফা—দফা দ্রষ্টব্য।

দবদবা—ক্ষমতা, জাঁকজমক। ফা. দব্দবা। তুঃ কৃত্তিবাসঃ কাপড় তিতিল, লেজ পড়িল ভূতলে। লেজে অগ্নি দিতে সব দবদবাতে জ্বলে॥ পুঃ আ. ঘ. তুলালঃ তাঁহার দবদবাতে কলিকাতা শহর কাঁপিয়া গিয়াছিল।

দবির, দবীর—লেখক, সম্পাদক। আ. দবীর্। -খাস—বিশেষ সম্পাদক, Private Secretary: খাস দ্রষ্টব্য। তুঃ চৈ. চরিতামৃত, মধ্যঃ দবীর খাসেরে রাজা পুছিল নিভৃতে। গোসাঞির মহিমা তিহঁ লাগিল কহিতে॥

দম—মুহূর্ত, শ্বাসপ্রশ্বাস, প্রাণ, প্রতারণা, অহঙ্কার। ফা. দম্। -আ দম, দমাদ্দম—বারবার। ফা. দমাদম্। -বাজ—প্রতারকঃ বাজ দ্রষ্টব্য। -দার, দম্বদার—সজীব। ফা. দম্দার। একদম—সম্পূর্ণরূপে। তুঃ অপসরণঃ আমার শরীরে আর দম নেই, ঘড়ির টিকটিক মৃদু হয়ে আসছে। পুঃ ঐঃ একদম নিবে যেতে পারি, নাও পারি। অথবা, শঙ্খ (মানিক): কাছারীতে গেলে বাবা, বেতে দমাদ্দম। লাফাতে শেখাব তারে কতই রকম॥ আবার, শূন্য পুরাণঃ নিরঞ্জন নিরাকার, হৈলা ভেস্ত অবতার, মুখে ত বলে দম্বদার। বা, পূ. গীতিকা, ৩য়ঃ দম-দরুদ নাই রে, আরে দুঃখু কইবাম কোনখানে। আ. স্ব. তুলালঃ এখানে অনেক দমবাজি ও ধড়িবাজির আবশ্যক।

দমকা—(হঠাৎ) প্রবাহিত (ঝড়)। ফা. দমীদহ (?)। তুঃ তারাশঙ্কর, ইস্কাপনঃ বাদলা আকাশ জোড়া মেঘের অন্ধকার, রিমিঝিমি বৃষ্টি, তার সঙ্গে বুনো শূয়োরের মত গোঁ গোঁ করে বাতাসের দমকা।

দমদমা—উচ্চ টিলা। ফা. দম্দমহ।

দর—মধ্যবর্তী। ফা. দর্। -ইজারা—ইজারার মধ্যবর্তী ইজারা, দ্বিতীয় বারের ইজারা; ইজারা দ্রঃ। -দালান—দালানের মধ্যস্থিত বারান্দা; দালান দ্রঃ। -পেশ—বিবেচনা সাপেক্ষ, উপস্থাপিত; পেশ দ্রষ্টব্য। -বস্ত—আবদ্ধ,

—৭

জড়িত ; এস্তা দ্র· মিয়ান, দরিমান—মধ্যবর্তী ; মিয়ান দ্রঃ। তুঃ জামাই বারিকঃ আমি আজ কারো ঘরে যাব না, এই দরদালানে পড়ে থাকব। পুঃ চি. প. স. চিত্র : অত্র মকদ্দমা দরপেশ হইবার সময় বাদির উকিল হুজুরে হাজির হইল। অথবা, রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর : আফিঙ্গে হামেসা মস্ত, হুঁসিয়ার দরবস্ত, ঘুমে আঁখি কুমারের চাক। আবার, প্রা. বা. পত্র-সঙ্কলন : কাপীতান মজকুর আমার বাড়ি মোকামে আসিয়া ও ধর্ম্ম দরিমান করিয়া করার করিলেন আমিহ ধর্ম্ম দরিমান করিলাম।

দরওয়াজা—দরজা দ্রষ্টব্য।

দরওয়ান—দারোয়ান দ্রষ্টব্য।

দরকার—আবশ্যকতা। -ই,-ঈ—আবশ্যক। ফা. দর্‌কার্ ; -ঈ। তুঃ অপসরণ : যার যেটুকু দরকার পারিশ্রমিক নিচ্ছে। পুঃ চতুরঙ্গ : কিন্তু একদিন সে খবরটা তার কাছে দরকারি খবর ছিল না।

দরক্ত, দরখ্‌ৎ, দেরক—বৃক্ষ। ফা. দিরখ্‌ৎ। তুঃ বিপ্রদাস : করিছে ভূতের থানা দরক্তের তলে। বড় হরষিত হৈয়া রাখাল সকলে॥ পুঃ হারামণি : এক দেড়াকে পঞ্চ পাখী, তারা আছে পরম সুখী।

দরখাস্ত—আবেদন। ফা. দরখ্‌বাস্‌ৎ। তুঃ আ. ঘ দুলাল : কোথাও বা দুই এক জন টয়ে বান্ধা ইংরেজীওয়ালা দরখাস্ত লিখছে।

দরগা—মুসলিম সাধুর আস্তানা। ফা. দর্‌গাহ। তুঃ মৈ. গীতিকা : বটগাছের তলখানি কাছিয়া ছুলিয়া। বাস করে পীর দরগা স্থাপনা করিয়া॥

দরজ—লিখিত, জড়ান। আ. দর্জ.। তুঃ প্রা. বা. পত্র-সঙ্কলন : এখন পরওআনাতে হুকুম দরজ আছে আমার ও বাবা মহারাজার ও কার্য্যের মঙ্গলার্থে সাহেব মৌষুফ আশীয়া মুলুক দখল করিয়া উষুল তহশীল আদি করিবেন।

দরজা, দরওয়াজা—দ্বার, ফটক, জানালা। ফা. দর্‌ব্‌াজ.হ —গেট বা দ্বার ; দরীচহ—জানালা। তুঃ সদর দুয়ারে কপট হানিয়ে, খিড়কী দরজা খোলা। চলগো সজনী নিশ্চিন্ত হইয়ে, আঁধারে দেখিবি আলা॥ পুঃ রাজসিংহ : দিল্লীর অনেক "দরওয়াজা"।

দরজা—প্রতিপত্তি, অবস্থা। ফা. দরজহ্। তুঃ নজরুলঃ শহীদি দর্জা চাহিনি আমরা, চাহিনি বীরের অসি। চেয়েছি গোলামী, জ্ঞাবর কেটেছি গোলাম-খানায় বসি॥

দরজি, -জী—সূচী কর্ম্মকার। ফা. দর্জী। তুঃ ক ক. চণ্ডীঃ দরজী কাপড় সীয়ে, বেতন করিয়া জীয়ে। পুঃ চৈ চরিতামৃতঃ শ্রীবাসের বস্ত্র সিঁয়ে দরজী যবন। প্রভু তারে নিজ রূপ করাইল দর্শন॥

দরদ, দর্দ—বেদনা, সহানুভূতি। ফা. দর্দ—দুঃখ, বেদনা। তুঃ বা প্রবাদঃ একে শোনাও দরদ, যে দরদ নেয়। বেদরদীকে দরদ শোনালে দুনা দরদ দেয়॥ পুঃ লোচনদাসঃ দরদী হইলে দরদ বুঝয়ে, তাহাকে নাহিক ডর। জনম ভরিয়ে মরিব ডরায়ে, বিষম আমার ঘর॥ আবার, চাচা-কাহিনীঃ বরোদার সিংহই বুঝিতে পারে হাবশী সিংগিনীর দর্দ।

দরপর্দা—গোপনে, পর্দার আড়ালে। দর ও পর্দা দ্রষ্টব্য।

দরপেশ, দরপেশা—দর, পেশ ও পেশা দ্রষ্টব্য।

দরবান—দারোয়ান দ্রষ্টব্য।

দরবার—সভা, রাজসভা, বিচার বা বিচারালয়। ফা. দর্বার্। তুঃ কৃত্তিবাসঃ নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে। সিংহ সম দেখি রাজা সিংহাসন পরে॥ পুঃ আ. ঘ. দুলালঃ মরদের কামই দরবার করা। অথবা, সীতারামঃ দিল্লীর অনুকরণে সীতারামও এক "দরবারে আম" প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

দরবেশ—মুসলিম সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু। ফা. দর্বীশ্। তুঃ ময়নামতীর গানঃ সাউত সদাগর দেয় খাজনা নাউ নৌকা বেচাঞা। ফকির দরবেশ দেয় খাজনা ঝোলি কাঁথা বেচাঞা॥

দরমা, -হা—মাসিক বেতন। ফা. দর্ মাহা। তুঃ দি. প. স. মিত্রঃ দরমাহা পাঁচ টাকার চাকর। পুঃ অ. কু. সেন, নুরবানুঃ (নুরবানু) দরমা পায় চার টাকা।

দরমিয়ান, দরিমান—দর দ্রষ্টব্য।

দরাজ—দেরাজ দ্রষ্টব্য।

দরাজ—দীর্ঘ, প্রশস্ত। ফা. দরাজ্। তুঃ আ. ঘ. দুলালঃ নানা প্রকার দেশ ও নানা প্রকার লোক দেখিলে মন দরাজ হয়। পুঃ শ্রীরা, কথামৃত, ২য়ঃ

রাজেন্দ্র দত্তের খুব দরাজ মন; কারু কাছে একটি পয়সা লয় না। অথবা, কাহিনী (লক্ষ্মীর বিচার): যেমনি ধনের কপাল মস্ত, তেমনি দানের দরাজ হস্ত।

দরি, -য়া, দর‍্যা—নদী, হ্রদ। ফা. দরিয়া। তু: কৃত্তিবাস: আপনি কুঠার মারি আপনার পায়। অহঙ্কার করে ডিঙ্গা ডুবালি দরিয়ায়॥ পুঃ ক. ক. চণ্ডী: উঠিয়া পর্বত পাড়ে, নেহালয়ে ঝোড়ে ঝাড়ে, দরী গিরি শিখরী কানন। অথবা, বিদ্যাপতি: বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না। আবার, গৌরাঙ্গ দাস, ভাগবত: এতদিনে ঘুচিল সকল লীলাখেলা। দরিয়ায় ভাসিল অভাগীর ভেলা॥

দরিগ—দরেগ দ্রষ্টব্য।

দরিমান—দরমিয়ান দ্রষ্টব্য।

দরিয়া—দরি দ্রষ্টব্য।

দরুদ—আশীর্বাদ, ধন্য। ফা. দরূদ্। তু: পূ. গীতিকা, ৩য়: দম-দরুদ নাইরে, আরে দুঃখু কইবাম কোন খানে।

দরুন—কারণ। ফা. দর্ ইন্—এইজন্য। তু: অপসরণ: এর দরুণ আফসোস করতে পারি, কিন্তু দোষ ধরতে পারি না।

দরেগ, দরিগ—ব্যথা, বেদনা। ফা. দরীখ্। তু: রিক্তের বেদন: তা আমার সে দরেগ-মাখা রোনা শুনে আর কি হবে বহিন!

দর‍্যা—দরিয়া দ্রষ্টব্য।

দলজ—দলিজ দ্রষ্টব্য।

দলিচা—দলিজ দ্রষ্টব্য।

দলিজ, দলিজা, দলুজ, দলজ, দলিচা—উঁচু বারান্দা, বৈঠকখানা। ফা. দিহলীজ্। তু: ক. ক. চণ্ডী: পশ্চিম দিকেতে সেহ, তুলিলা নমাজগৃহ, দলিজ মসজিদ নানাছন্দে। পুঃ আরোগ্য-নিকেতন: সামনেই পরান খাঁয়ের দলিজা। অথবা, ঘনরাম: দলুজে বসিয়া দুঃখ ভাবে মহামদ। আবার, গোপীচন্দ্রের গান: যে দিন হইতে গোলাম ছোড়া দলিচায় দিবে পাও। বিষ খাব রূপের নারী গলায় দিব দাও॥ বা, জিঞ্জির: ছোট মেয়ে কয়, "আম্মাগো, রোজ কাঁদে মেজো বুবুজান। দলিজের পান সাজিয়া সাজিয়া মেজো বিবি লবেজান॥"

দলিল—প্রমাণ, প্রমাণ-পত্র, রাজকীয় আদেশ-পত্র। আ. দলীল্। -দস্তাবেজ—সুখ্যাতি পত্র, সরকারী কাগজপত্র : দস্তাবেজ দ্রঃ। তুঃ শান্তিনিকেতন (সংশয়) : "আমির" দ্বারাই এই গৃহ এই সংসার ঠাসা রহিয়াছে—কত দলিল, কত দস্তাবেজ, কত বিলিব্যবস্থা, কত বাদবিসংবাদ।

দলুজ—দলিজ দ্রষ্টব্য।

দস্ত—হাত। ফা. দস্ত্। -বদস্ত—হাতে হাতে। তুঃ চি· প. সমাজ চিত্র : একুনে দুই টাকা উপরের লিখিত নাপিত মজকুরের দস্তে পাঠাইবেন। পুঃ ঐ : এক টাকা সহি সিক্কা পুরা ওজন দস্ত বদস্ত লইয়া আপন কাবিজ তসরূপে আনিলাম। অথবা, নজরুল, ফণি-মনসা : আজি পরীক্ষা —কাহার দস্ত্ হয়েছে কত দারাজ। কে মরিবে কাল সম্মুখ রণে, মরিতে কারা নারাজ ॥

দস্তক—সরকারী আহ্বানপত্র। ফা. দস্তক্—দস্ত্ শব্দের ক্ষুদ্রার্থে : দস্ত দ্রঃ। আমল দস্তক দ্রঃ।

দস্তখৎ—সহি, (নিজ) হাতের লেখা। ফা. দস্ত্-খত্। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩য় : চাইর আনি হিস্যা দিব বলি যে কাগজ হইল। রাজচন্দ্রের নিজের হাতের দস্তখত লইল॥ পুঃ রাজসিংহ : কিন্তু বেগম সাহেবের দস্তখতি একখানা পরওয়ানা না পাইলে এত করিতে সাহস হইতেছে না।

দস্তগীর—সহায়ক, পৃষ্ঠপোষক। ফা. দস্ত্গীর্। তুঃ গরীবুল্লা, ইউসুফ-জোলেখা : ইউসুফ নবীর কথা কহ দস্তগীর। শুনিলে আল্লার রাহে হইব ফকীর ॥

দস্তবস্ত—জোড়হাত। ফা. দস্ত্-বস্ত্‌হ্। তুঃ ভারতচন্দ্র : শুনি জাহাঙ্গীর বড় দিলগীর হয়ে। মশানে চলিলা ভয়ে দস্তবস্ত হয়ে ॥

দস্তর—দস্তার দ্রষ্টব্য।

দস্তরখান—টেবিলের আচ্ছাদন। ফা. দস্ত্খ্বান্।

দস্তানা—হাতমোজা, হস্তাবরণ। ফা. দস্তানহ্। তুঃ অপসরণ : দস্তানা একটি পকেটে, একটি হাতে।

দস্তাবেজ—প্রমাণপত্র। ফা. দস্ত্-আবীজ্। তুঃ আ· ঘ. দুলাল : কেহ কেহ নূতন দস্তাবেজ তৈয়ার ও সাক্ষী তালিম করিবার ইশারা করিতেছে।

দস্তার, দস্তর—পাগড়ী। ফা. দস্তার্। তুঃ তোহফাঃ সপ্তগজ নিয়মিত বান্ধিব দস্তার। বান্ধিব পাতল বস্ত্র দেখিয়া ওসার॥

দস্তিদার—মশালচী, উপাধিবিশেষ। ফা. দস্তীদার্।

দস্তুর—অভ্যাস, নিয়ম, প্রথা। ফা. দস্তূর্। -মাফিক—প্রথানুযায়ীঃ মাফিক দ্রঃ। বদস্তুর—প্রথানুযায়ীঃ ব-দস্তুর দ্রঃ দস্তুরি—প্রথানুযায়ী প্রাপ্য। তুঃ অপমরণঃ কিন্তু আমার দস্তুর জানেন তো? -সব সময় লেট। পুঃ ঐঃ এর জন্যই সে দস্তুরমত লজ্জিত।

দস্তুরাৎ—প্রথাসমূহ। আ. দস্তূর্-আৎ। তুঃ চি. প. স. চিত্রঃ সে সকল সাবেক দস্তুরাৎ এক্ষনে মতাবক আইন মাতবর হইতে পারে না।

দস্তুরি—দস্তুর দ্রষ্টব্য।

দহরম, বা দহরম মহরম—পরিচয়, প্রীতি ও ভালবাসা। ফা. দর্হম্ বর্হম্—বিরক্ত, বিমুক্ত। তুঃ চাচা -কাহিনীঃ সে কি হে, টাডেয়াস তীর্থের নাম শোনোনি আর কাথলিকদের সঙ্গে তোমার দহরম-মহরম। পুঃ সা. বি. গোলামঃ ওদের সঙ্গে অত দহরম-মহরম কেন ভূতনাথ, বাবুরা হলো সায়েবের জাত, আমরা হলুম ওদের গোলাম।

দহশত—ভয়। আ. দহশৎ। তুঃ বিপ্রদাসঃ ভাগিল রাখাল সব পাইয়া দহশত। সিজ-ডাল ঘটে দিয়া হিন্দু পূজে ভূত॥

দাও—সুযোগ, লাভ, পাশা খেলার চাল। ফা. দাব্।

দাওৎ, দাওয়াৎ, দায়দ—নিমন্ত্রণ, অভ্যর্থনা। আ. দ'ব্ৎ। তুঃ নজরুল, সন্ধ্যাঃ উহাদের তরে হতেছে কালের গোরস্থানে রে গোর খোদাই। মোদের প্রাণের রাঙা জলসাতে জরা-জীর্ণের দাওত নাই॥ পুঃ চাচা -কাহিনীঃ চাচা পাদ্রীকে দাওয়াৎ করলেন হিদেন-খানা চেখে দেখতে। অথবা, পূ. গীতিকা, ৪র্থঃ বুড়ীরে দায়দ করি সঙ্গেতে আনিল। আপনার বাড়ীত গিয়া খানা-পিনা দিল॥

দাওন—দামন দ্রষ্টব্য।

দাওয়া—দাবী দ্রষ্টব্য।

দাওয়া, দাওয়াই, দাবাই—ঔষধ। আ. দবা। -খানা—ঔষধালয়। খানা দ্রঃ। তুঃ পূ. গীতিকা, ৪র্থ: গর্ভিতা খালাস হয় পানি পরা খাই। বুধাগুণীর

দোয়া তাবিজ আচানক দাবাই ॥ পুঃ চতুরঙ্গ ঃ শেষকালে ভিজিট ও দাওয়াইখানার দেনার আগুনে আমার সঞ্চিত স্বর্ণটুকু ছাই করিয়া তারা লঙ্কাকাণ্ড সমাধা করিল।

দাওয়ানা—দেওয়ানা দ্রষ্টব্য।

দাঁ—শিক্ষিত, উপাধিবিশেষ। ফা. দান্—দানিস্তন্ (জানা) ক্রিয়ার কর্তৃবাচক বিশেষ্য। যেমন, উর্দু-দান্—যিনি উর্দু জানেন। তুঃ ক. ক. চণ্ডী ঃ সাধুর খেলার সঙ্গী বলাইরাম দাঁ। আইসে শালীপতি-ভাই যশোমন্ত খাঁ ॥

দাগ—চিহ্ন, কলঙ্ক, মার্কা। ফা. দাঘ্ (সং দাহ্, প্রাঃ দাখো)। -আ, বা -ই—চিহ্নযুক্ত, কলঙ্কিত, মার্কামারা। ফা. দাঘ্ হ্ বা দাঘী। -রাজি—ছেঁড়া, ফোঁটা বা মার্কা সংশোধন বা মেরামত। ফা. দাঘ্ এবং আ. রাজ্জি ঃ রাজি দ্রঃ। তুঃ জ্ঞানদাস ঃ এক পুরুখ পুন আনি দিল আগে। কোপে অরুণ আঁখি অধরক দাগে ॥ পুঃ লোচনদাস : অতি সুকোমল বচন শীতল, সবারি নবীন রাগ। নবীন বয়সে নবীন মরমে গৌরাঙ্গ দাগ ॥ অথবা, অপসরণ ঃ আমাদের কলঙ্কের দাগ মুছবে না, লোকের মঙ্গল করলেও তারা ভুলবে না যে আমরা দাগী আসামী। আবার, মুকুল-মুঞ্জরা ঃ তোমার মতন দাগা ষাড় কে চায়। বা, সা বি. গোলাম ঃ ইটের দাগরাজি করা, মেঝের ওপর সে পা-ঠোকার শব্দ যেন অনেক দূর থেকে শোনা যায়।

দাগরাজি—দাগ দ্রষ্টব্য।

দাগা—দাগ দ্রষ্টব্য।

দাগা—চাতুরী, প্রতারণা, দুঃখ। ফা. দখা—প্রতারণা। -দার বা -বাজ—প্রতারক। দার ও বাজ দ্রষ্টব্য। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩য় ঃ ছেড়ে দাও আজি হতে দাগাবাজি কাম। নমাজ পড় রোজা থাক রাখরে ইমান ॥ পুঃ অন্নদা-মঙ্গল : বিশেষ বামন জাতি বড় দাগাদার। আপনারা এক জপে আরে বলে আর ॥ অথবা, পদামৃতমাধুরী (যদুনাথ দাস) : বসি তোমার আগে, দাগা পাইলাম শ্যাম-দাগে, এ ছার জীবনে নাহি দায়। আবার, ক. ক. চণ্ডী : শেষে যেন নাহি পাহ দাগা।

দাদ—সুবিচার, দান, প্রতিশোধ, দুঃখ। ফা. দাদ্। -খাই—বিচার প্রার্থী বা বিচার প্রার্থনা। ফা: দাদ্-খাহ বা দাদ্-খাহী। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ

বাবুকে খুসি দেখিয়া প্রজারা দাদখাই করিতে আরম্ভ করিল। পুঃ পূ. গীতিকা, ২য়ঃ উস্থল করিবাম মনের দাদ যেই সময় পারি। পরতি শোধ না লইয়া তোমারে না ছাড়ি। অথবা, শিবায়নঃ বাগদিনী বেশে যত দুঃখ দিল উমা। তার দাদ দিতে পার তবে মোর মামা॥

দাদন—অগ্রিম সুদে টাকা ধার দেওয়া, কোন কাজের জন্য অগ্রিম টাকা দেওয়া। ফা. দাদন—দেওয়া। -ঈ—দাদনের কার্য। তুঃ ঈশ্বর গুপ্তঃ নীলের দাদন ঠেঙ্গার গাদন বাঁধন চমৎকার। পুঃ ক. ক. চণ্ডীঃ দাদনি না দেয় এবে মহাজন সবে। টুটিল সুতার কড়ি উপায় কি হবে॥

দাদা—পিতামহ। তুর্কী. দদহ (সং তাতঃ)—কলন্দর দরবেশদের উপাধি বিশেষ।

দান—আধার অর্থে ফারসী প্রত্যয়। ফা. দান্। যেমন, আতর-দানঃ আতর দ্রষ্টব্য।

দানা—কণা, শস্যের বীজ, খাদ্য। ফা. দানহ। -দার—বীজযুক্ত, এক প্রকার মিষ্ট দ্রব্য। ফা. দার্। তুঃ পূ. গীতিকা, ৪র্থঃ ডালুমের দানা যেন রে দন্ত সারি সারি। পুঃ কৃত্তিবাসঃ গলাতে নির্ম্মিত মণিমাণিক্যের দানা। অথবা, মৈ. গীতিকাঃ ঘরে নাই লক্ষ্মীর দানা এক মুইট খুদ। দিন রাইত বাড়তে আছে মহাজনের সুদ। আবার, মু. গু. জীবন-চরিতঃ দানাদার গব্যঘৃত।

দানা—জ্ঞানী, (বিকৃত অর্থে) দানব বা ভূতপ্রেত প্রভৃতি। ফা. দানা—শিক্ষিত। তুঃ ক. ক চণ্ডীঃ শুনিয়া সরোষ পদ্মা দূতের বচনে। সমুদা মামুদা দানা করিলা স্মরণে। পুঃ পূ. গীতিকা, ২য়ঃ চাইর কোণা আসমান ভাইরে মধ্যে জ্বলে তারা। তার মধ্যে বসত করে দানা পরী যারা॥

দানি—আধার অর্থে প্রত্যয় বিশেষ; দান দ্রষ্টব্য। যেমন, নিমকদানিঃ নিমক দ্রঃ।

দানিশ—জ্ঞান। -বন্দ, -মন্দ—জ্ঞানী। ফা. দানিশ্-মন্দ্। তুঃ ক. ক. চণ্ডীঃ বড়ই দানিশবন্দ, না জানে কপট ছন্দ, প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি। পুঃ স. মু. বদিউজ্জামালঃ বহুল দানিশমন্দ খলিফা ওলামা। আলিম জনের কথা দিতে নাহি সীমা॥

দাফ—দফ দ্রষ্টব্য।

দাফ, ডম্ফ—এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। ফা. দফ্; দফ দ্রঃ। তুঃ ক. ক. চণ্ডী ঃ
প্রমথ পতি কাছে, ত্রিদশ পতি নাচে, ডম্ফ বাজে টিঙ্গা টিঙ্গা।

দাফন—দফন দ্রষ্টব্য।

দাবাই—দাওয়া দ্রষ্টব্য।

দাবি, দাবী— অধিকার, আবেদন, স্বত্ব। আ. দ'ব্‌ী। -দার—আবেদনকারী, স্বত্বাধিকারী। -দাওয়া—স্বত্বাধিকার, অধিকার প্রার্থনা। আ. দ'বা (বা দ'ব্‌ী)। তুঃ অপসরণ ঃ তুমি আমাকে কর্তব্য বাতলাবার দাবী করো না। পুঃ ঐ ঃ উপরি পাওনার উপর তোমার কোন দাবী-দাওয়া নেই।

দামন, দাওন—আঁচল। ফা. দামন্। যেমন, পীরের দামন ধরা। তুঃ লালন-গীতিকা ঃ সে নবী আজ সঙ্গে তোরো, চিনে মন তার দাওন ধরো, লালন বলে, পারের কারো—সাধ যদি বা রয়।

দামা, দামামা—বৃহৎ ঢক্কা। ফা. দমামহ। তুঃ ক. ক. চণ্ডী ঃ গজ পৃষ্ঠে বাজে দামা, সাজিল রাজার মামা, আড়ম্বরে পূরিল গগন। পুঃ আনন্দমঠ ঃ কিন্তু সেই সময় কোথা হইতে সহস্র সহস্র কাড়া নাগরা, ঢাকঢোল, কাঁসি সানাই, তূরী ভেরী, রামশিঙ্গা, দামামা আসিয়া জুটিল।

দামাদ—জামাই। ফা. দামাদ্ তুঃ দ্বিজ বংশীবদন ঃ খসম দামাদ বেটা আর পরিজন। সব নিয়া আমারে রাখিলা কি কারণ॥ পুঃ চাচা-কাহিনী কঠিয়াওয়ারের দামাদ এলেন হাতী-টানা গাড়িতে করে।

দামামা—দামা দ্রষ্টব্য।

দায়দ—দাওৎ দ্রষ্টব্য।

দায়মাল, দায়েমাল, দায়েমুল, দায়েমালি—দ্বীপান্তর। আ. দায়িম্—চিরস্থায়ী। তুঃ বাউল গান, লালন ঃ সেই কাফের দায়েমাল হবে, বিনা হিসাবে দোজাকে যাবে। পুঃ কা. আ. ওদুদ ঃ খুনের জন্য দায়েমুল। অথবা প্রা. ক. গান (রঘুনাথ দাস) ঃ আর কি আমার নাই খালাস, খাটনী বার মাস, দায়েমালী কয়েদীর মত।

দায়রা—দায়ের দ্রষ্টব্য

দায়েম, দইয়ম—চিরস্থায়ী। আ. দায়িম্। তুঃ গোর্খ-বিজয়ঃ আদিম সে চন্দ্র আমার আসে আর যায়। দইয়ম চন্দ্র সে আমার সয়াল ঘুচায়॥

দায়েমাল, দায়েমালি, দায়েমুল—দায়মাল দ্রঃ।

দায়ের—উপস্থাপন, নিয়োগ, চালু-ব্যবস্থা। আ. দাঈর্। দায়রা আদালৎ—চালু বা প্রধান বিচারালয়; আদালত দ্রঃ। আ. দাঈরৎ—মুখ্য বা প্রধান, কেন্দ্র। দায়রা সোপর্দ—দায়রা বা Session কোর্টে প্রেরণ; সোপর্দ দ্রঃ। তুঃ বা. প্রবাদঃ দায়ের হল মামলা, আমলার খাঁই সামলা। পুঃ চার অধ্যায়ঃ সে মকদ্দমা ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে দায়ের না হয়ে যাতে বাঙালি জয়ন্ত হাজরার এজলাসে উঠে—। অথবা, প্রভাত, রসময়ীর রসিকতাঃ মোকর্দ্দমাটা দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছে।

দার—অধিকারী অর্থে প্রত্যয়। ফা. দার্। যেমন, দোকানদার; দোকান দ্রঃ।

দারগা—দারোগা দ্রষ্টব্য।

দারু—ঔষধ, মদ্য। ফা. দারূ।

দারোগা, দারগা পুলিশ কর্মচারী বিশেষ। ফা. দারূঘহ। তুঃ খাই খাইঃ সুদ খায় মহাজনে, ঘুষ খায় দারোগায়। পুঃ আ. ঘ. দুলালঃ দারগা বড়ই সোর সরাবৎ করিতেছিল টাকা পাইবামাত্র যেন আগুনে জল পড়িল।

দারোয়ান, দরবান, দরওয়ান—দ্বাররক্ষক। ফা. দরবান্, দর্ব্ান্ (তুঃ সং দ্বারবান)। তুঃ সধবার একাদশীঃ সেদিন দরওয়ান দিয়ে আমাকে বাড়ী হতে বার করে দিয়েছে।

দালান—অট্টালিকা, হলঘর, অট্টালিকার অলিন্দ। ফা দালান্—অলিন্দ বা বারান্দা। তুঃ মা. চ রাজার গানঃ পাট হইতে মহারাজা মৃত্তিকায় নামিল। নাটমন্দির দালানকোটা ভাঙ্গিয়া গেল॥ পুঃ আ. ঘ. দুলালঃ দালানে মতিলালের জন্য স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হইয়াছে।

দালাল—ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যস্থ ব্যক্তি, উভয় পক্ষের সংযোজক বা ঘটক। আ. দল্লাল্। -ঈ—দালালের কার্য বা প্রাপ্য। তুঃ আ. ঘ. দুলালঃ কোথাও বা উকিলদের দালাল ঘান্টি মেরে জাল ফেলিতেছে। পুঃ রবীন্দ্র, গোড়ায় গলদঃ পাট না চিনলে পাটের দালালি করা যায় না।

দাস্ত—মলত্যাগ, ভেদ। ফা. দস্ত্ (আমদন্): দস্ত দ্রঃ। তুঃ শিবনাথ শাস্ত্রী: তুই. একবার দাস্ত ও বমন হওয়াতেই হেয়ার বুঝিলেন যে কালশত্রু তাঁহাকে ধরিয়াছে।

দিক, দিক্কৎ, দিকদারি বিরক্তিকর, অসন্তোষজনক। আ. দিক্, দিক্কৎ, দিক্দারী। তুঃ প্রভাত, কুড়ানো মেয়েঃ তোমরা যদি আমাকে এমন করে দিক করবে, তবে বিরাগী হয়ে এক দিক পানে চলে যাবো।

দিগর, দীগর—অন্য। ফা. দীগর্। তুঃ বলরাম দাস: দিগর দিগর করে সাথি, করে বেড়াও হাতাহাতি, ননী চুরি করে তুমি খাও।

দিদার—দর্শন, দৃশ্য, সাক্ষাৎ ফা. দীদার্। তুঃ গোরক্ষ-বিজয়: এ বলিয়া মঙ্গলাএ চৌক্ষে দিল ঠার। সোল সয় কদলি তবে করিল দিদার॥ পুঃ তোহফাঃ গোপত্তে ফিকির কহ, ব্যক্ত না করিবা একচিত্তে ভক্তি ভাবে, দিদার পাইবা॥

দিন, দীন—ধর্ম আ. দীন্। -দার—ধার্মিক। দিন-দুনিয়া—দুনিয়া দ্রঃ। দিন-দুনিয়ার মালিক—ধর্ম ও পৃথিবীর প্রভু; মালিক দ্রঃ। তুঃ আ. ঘ. দুলাল: আদমির আপনার দিন খোয়ানা বহুৎ বুরা। পুঃ আমীরুদ্দিন, কাছাছোল আম্বিয়াঃ দীনের কালাম কিছু লিখিবার তরে। ফায়দা যাহাতে মেলে যত দীনদারে। অথবা, পূ. গীতিকা, ৪র্থ: দীনদুনিয়ার মালিক তুমিরে,—আমি পন্থের না ভিখারী।

দিনার—দীনার দ্রষ্টব্য।

দিমাক—দেমাক দ্রষ্টব্য।

দিয়া—দী।

দিয়ারা—বন্যা বিধ্বস্ত। ফা. দিয়ারা। যেমন, দিয়ারা চর।

দিরহাম—দেরেম দ্রঃ।

দিল, দেল হৃদয়। ফা. দিল্। -আরাম—আরাম দায়ক, মনের শান্তি। ফা. দিলারাম; আরাম দ্রষ্টব্য। -আসা—সান্ত্বনাদায়ক। ফা. দিলাসা। -খোশ—সুখী, আনন্দিত। ফা. দিলখুশ্: খোশ দ্রঃ। -গীর—বিরক্ত, দুঃখিত। ফা. দিল্গীর্। -দরাজ, বা দরাজদিল—মহৎ, উদার। ফা. দিল-ই-দরাজ্; দরাজ দ্রঃ। -দরিয়া, বা দরিয়া-দিল্ —উদার, মহৎ। ফা: দিল্-ই-দরিয়া দিল্-দরিয়া, বা দরিয়া-দিল্। -দার—প্রেমিক,

মহৎ। ফা· দিল্‌দার্‌। -দোস্ত—প্রাণবন্ধু ঃ দোস্ত দ্রঃ। -রওশন—সুখী রওশন দ্রঃ। -রুবা—মনচোরা। ফা দিল্‌রুবা। তুঃ বিদ্যাপতি ঃ থির নয়ান অথির কছু ভেল। উরজ উদয় থল নালিম দেল॥ পুঃ মৈ গীতিকা ঃ দিলারাম কন্যা তুমি কর দেল খোস। তোমার স্বামীর মুক্ত করব না রইব আপ্‌শোষ॥ অথবা, স্বামী ঃ সে যে আমাদের কত দিনের কত চোখের জল, কত দিব্যি দিলাশার নীরব সাক্ষী। আবার, অপসরণ ঃ স্নেহময়ের তখন দিল খুশ। বা, ভারতচন্দ্র ঃ শুনি জাহাঙ্গীর বড় দিলগীর হয়ে। মশানে চলিলা দিলবস্ত হয়ে॥ পুঃ তারাশঙ্কর, ইমারত ঃ দিলদার লোকের কাম করেও সুখ আছে। অথবা, রবীন্দ্র, ভারতবর্ষ ঃ দিল দরাজ মোগল সম্রাটদের আমলে দিল্লিতে দরবার জমিত। আবার, চাচা-কাহিনী ঃ হাবশী-রাজ সয়াজীরাও-এর দরাজ দিলের নিশানও ঝটপট পেয়ে গেলেন। বা, লালন-গীতিকা ঃ দেখবি যদি সে কুদরতি, -দিল-দরিয়ায় খবর কর। অথবা, প্রভাত, কাশীবাসিনী ঃ 'দিল' তখন তার 'দরিয়া'। পুঃ হু. পাঁ. নক্‌শা ঃ ব্রাহ্মণ ভোজনের বদলে কতকগুলি দিলদোস্ত মদে ভাতে প্রসাদ পান। বা, গরীবুল্লাহ, ইউসুফ-জেলেখা : যেই জন শোনে এই জেলেখার বয়ান। দেল-রওসন রাখে আল্লা বাহালে ইমান॥ অথবা নজরুল, দিলরুবা ঃ এনেছিলে তুমি তম্বুর পিয়ালা ভরি। বুলবুলি দিলরুবা রবাবের গান॥

দিস্তা—মুঠা, যেমন কাগজের দিস্তা। ফা. দস্তহ ঃ দস্ত দ্রঃ। তুঃ চতুরঙ্গ ঃ সেদিন তিনি খুদে অক্ষরে দুর্গানাম লিখিয়া দিস্তাখানেক বালির কাগজ ভরিয়া ফেলিলেন।

দিহি—দী দ্রষ্টব্য।

দিহি—দেওয়া অর্থে প্রত্যয়। ফা. দিহী —দাদন্‌ (দেওয়া) ক্রিয়ার ক্রিয়া-বিশেষ্য। যেমন, জবাবদিহি, নিশানদিহি ঃ জবাব ও নিশান দ্রঃ।

দী, দিয়া, দিহি, ডিহি—গ্রাম, গ্রামসমূহ। ফা দিহ বা দীহা। -দার—পঞ্চায়েত, গ্রামের তত্ত্বাবধায়ক। লক্ষণীয়—বিভিন্ন গ্রামের সহিত যুক্ত প্রত্যয়াদি, যেমন, ব্রাহ্মণদি, নরসিংদি, আজুদিয়া ইত্যাদি। তুঃ ক· ক. চণ্ডী ঃ তুঃ ডিহিদার নাহি দিব দেশে।

দীগর—দিগর দ্রষ্টব্য।

দীন—দিন দ্রষ্টব্য।

দীনার, দিনার—স্বর্ণমুদ্রা। আ. দীনার্।

দু—দো দ্রষ্টব্য।

দুজক—দোজখ দ্রষ্টব্য।

দুনিয়া—পৃথিবী। আ. দুনিয়া। -দার—পার্থিব লোক। -দারি—পার্থিব ধর্ম। তুঃ মৈ. গীতিকাঃ রঘুসুত কহে কান্দি মিছারে দুনিয়া। কার লাগিল কেবা মন্ত্রে না দেখে ভাবিয়া॥ পুঃ আ. ঘ. দুলালঃ দুনিয়াদারি করিতে গেলে ভালবুরা দুই-ই চাই —দুনিয়া সোজা নয়।

দুম্বল, দোম্বল—বড় ফোঁড়া। আ. দুম্বল্।

দুম্বা—এক প্রকার মোটা লেজ বিশিষ্ট মেষ। ফা. দুম্বহ—মেষের লেজ। তুঃ ফকীর মোহম্মদ, মানিক পীরের গীতঃ খাসি বকিরি দুম্বা হালওয়ান খীর। বাইশ মন দুগ্ধ নিয়া করিল হাজির॥

দুয়া—দোয়া দ্রষ্টব্য।

দুয়াৎ—দোয়াত দ্রষ্টব্য।

দরবিন, দুরবীন, দুর্পিন—দূরবীক্ষণ যন্ত্র। ফা. দূর্বীন্। তুঃ যোগাযোগঃ দুরবীন দিয়ে তারা দেখ। পুঃ পূঃ গীতিকা, ২য়ঃ দণ্ড চারি পরে, কহে হাওয়ালদারে, সুবেদার প্রতি। নির্ণয় করিতে দুর্পিন আন শীঘ্রগতি॥

দুরস্ত, দোরস্ত—সুশৃঙ্খল, পরিপাটি, সুন্দর। ফা. দুরুস্ত্—ঠিক, সত্য। লেফাফা-দুরস্ত—বাহ্য নিয়মানুগত; লেফাফা দ্রঃ। তুঃ য়ুরোপ প্রবাসীর যাত্রীঃ এ কাজটা অত্যন্ত দুরূহ, বোধ হয় অনেক অভ্যেসে দুরস্ত। পুঃ ঐঃ তাঁদের দোরস্ত করতে হলে দিন-দুই আমাদের দিশি শাশুড়ির ও বিধবা ননদের হাতে রাখতে হয়।

দুশমন, দুসমন—শত্রু। ফা. দুশ্মন্। -ই—শত্রুতা। তুঃ মৈ. গীতিকাঃ ভিন্‌দেশী দুষমন সে যাদুমন্ত্র জানে। বইক্ষেতে হানিয়া ছুরি মারহ পরাণে॥ পুঃ ঐঃ আমার মাথা খাও কন্যা আমার মাথা খাও। দুষমনি করিয়া আর মোরে না ভারাও॥

দুস্ৎ, -ই—দোস্ত দ্রষ্টব্য।

দূশমন, দুষমন—দুশমন দ্রষ্টব্য।

দূন—নীচ, ঘৃণ্য। আ. দূন্। তুঃ কেতকদাস : প্রভু পুনর্ব্বার, জীবেক আমার তোমরা না কর দূন।

দেও—দানব। ফা. দীব্ (সং দেব); তুঃ নরহরি দাস, ভাগবত : দেও দেখি দেওয়ারির হইল হরষ। সব সহচর মেলি করে পরামশ॥

দেওআ—মেঘ। ফা. দেও (বা দেব্, দীব্); দেও দ্রষ্টব্য। তুঃ পূঃ গীতিকা, ৪র্থ : দেওয়ায় ডাকে গুরু গুরু রে ঘাটে নাইরে খেয়া

দেওয়ান, দেয়ান—প্রধান কর্ম-সচিব, রাজস্ব আদায়ের প্রধান কর্মচারী, বিচারালয় ফা. দীবান্। -ই—দেওয়ানের কার্য বা রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়; যেমন, দেওয়ানি আদালত—রাজস্ব-সংক্রান্ত বিচারালয়; আদালত দ্রঃ। তুঃ ডাকের বচন : রাজকাজ যে না বুঝে; তাকে না পাঠাবা দেওয়ানের কাজে। পুঃ রামচন্দ্র বাড়ুয্যা, ধর্মরাজের গীত : রাজা সম্ভাষিয়া সেন বসিল দেয়ানে। বার ভূঞে সম্ভায করিল কর্ণ সেনে॥ অথবা, ময়নামতীর গান : দেওয়ানগিরি চাকরী রাজা সেই বাঙ্গালা দিল। আবার, পূ. গীতিকা, ২য় : ডেমাক না করে তিনি দেওয়ান বলিয়া। খুস নাম হইল তার পরজারে পালিয়া॥ বা, কৃত্তিবাস : প্রভাতে ভরত আসি বসেন দেওয়ানে। আইল অমাত্যগণ তাঁর সম্ভাষণে॥

দেওয়ান, দেবান—আক্ষরিক ছন্দানুযায়ী কাব্য-সংগ্রহ। ফা. দীবান্। যেমন, কবি হাফিজের দেওয়ান।

দেওয়ানা, দাওআনা, দাওনা, দেয়ানা—পাগল। ফা. দীবানহ্। তুঃ আ. ঘ. তুলাল : মোর মালুম হয় ওনা দেওয়ানা হয়েছে। পুঃ ঐ : তুমি দেওয়ানার মত ফের। অথবা, পূ. গীতিকা, ৩য় : কেউ বলে এই ফকির প্রেমের দাওআনা। আবার, মৈ. গীতিকা : দাওনা হইয়া দেওয়ান কান্দ্যা ভিজায় মাটি। 'বুকের কলিজা মোর কেবা লইল কাটি'।

দেওয়াল, দেয়াল—প্রাচীর। ফা. দীবার্। সর-দেওয়াল—ঘেরা প্রাচীর : সরদাল দ্রষ্টব্য। তুঃ সীতারাম দাস, ধর্ম্মরাজের গীত : কে জানে কেমন রূপে ভাঙ্গিল দেআল। পুঃ গোর্খ-বিজয় : দেয়াল খসিয়া পড়ে ভাঙ্গিয়া পড়ে চূড়া।

দেদার—প্রচুর, উদার। ফা. দিল্-দরিয়া ঃ দিল দ্রঃ। তুঃ আ· ঘ· ভুলাল ঃ মনে করিতে লাগিল এতদিনের পর ধুমধাম দেদার রকমে চলিবে।

দেনা—কর্জ্জ, ঋণ। আ. দঈন্। -দার, দেনদার—ঋণী। তুঃ রবীন্দ্রনাথ ঃ আমি ও চুকিয়ে দিয়েছি নিয়েছি সকল পাওনা দেনা।

দেমাক, দেমাগ, ডেমাগ, দিমাক—মস্তিষ্ক, অহঙ্কার, ধৃষ্টতা। আ. দিমাঘ্। তুঃ হেম বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ কালিয়ে কাবাব রেঁধে দেমাকে অজ্ঞান। পুঃ অন্নদামঙ্গল ঃ দেমাক দেখিয়া রাজা বুঝিলা আশয়। বৈদ্যেরে কহিলা তুমি চাহ পরিচয় ॥ অথবা, পূ. গীতিকা, ২য় ঃ ডেমাক না করে তিনি দেওয়ান বলিয়া। খুসনাম হইল তার পরজারে পালিয়া ॥

দেয়ান—দেওয়ান দ্রষ্টব্য।

দেয়ানা—দেওয়ানা দ্রষ্টব্য।

দেয়াল—দেওয়াল দ্রষ্টব্য।

দের, দেরি, দেরী—বিলম্ব, গৌণ। ফা. দীর্ (বা দের্)। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩য় ঃ জমাদার বলে, তোমরা না করিও দের। চুপ্‌পে চুপ্‌পে যাইয়া এখন দাওরে পাতা-বের ॥

দেরাক—দরক্ত দ্রষ্টব্য।

দেরাজ—যাহা টানিয়া খুলিতে হয়, অথবা যাহা টানিলে প্রশস্ত হয়; drawer. ফা. দরাজ্.; দরাজ দ্রষ্টব্য। তুঃ যোগাযোগ ঃ একদিকে দেয়ালের গায়ে কাপড় রাখবার দেরাজ, তার উপরে আয়না। পুঃ য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র ঃ অনেক টানাটানিতে তাঁর দেরাজ খোলে না।

দেরি, দেরী—দের দ্রষ্টব্য।

দেরেম, দিরহাম—মুদ্রা, টাকা। ফা. দির্‌হম্। তুঃ জিঞ্জির ঃ হেরেম-বাঁদীরা দেরেম ফেলিয়া মাগিছে দিল্, নওরোজের নও-মফিল।

দেল—দিল দ্রষ্টব্য।

দেহাত—গ্রামসমূহ, গ্রাম্য। ফা. দিহ্ এবং -আৎ (আ. বহু বচনের চিহ্ন); দি দ্রষ্টব্য। তুঃ তারাশঙ্কর, তাসের ঘর ঃ মাছ ধরতে যাব আজ দেহাতে।

দেহাবন্দী—গ্রামসমূহের নামোল্লেখ ও তাহার হিসাব-নিকাশ। ফা. দিহাবন্দী। দি, দেহাৎ এবং বন্দী দ্রষ্টব্য।

দো, দু—দুই। ফা. দূ। -আব, দোয়াব—দুই নদীর সংযোগস্থল। আবার, দোতারা, দোমহলা। তুঃ পূ. গীতিকা, ৪র্থ ঃ একদিন পরীবানু দোমহালার ঘরে। খসমের কাছে বসি রং তামাসা করে॥ পুঃ অন্নদামঙ্গল ঃ ধাঁধা গুড় গুড় বাজে নাগারা। বাজে রবাব মৃদঙ্গ দোতারা॥

দোকান—পণ্যশালা। -দার—দোকানের মালিক, পণ্য-বিক্রেতা। ফা. দূকান্-দার্। -ঈ—দোকানের মালিক বা পণ্য বিক্রেতা। ফা. দূকানী—পণ্য বিক্রয়। তুঃ বিজয় গুপ্ত ঃ কুমার দোকানে কিনে ঘট আর সরা। মালীর দোকানে কিনে পুষ্প ছড়া ছড়া॥ পুঃ রূপরাম, ধর্মমঙ্গল ঃ দোকান করিয়া কোলে ঘুমায় দোকানি।

দোজ, -ই—বোনা; যেমন, জরদোজি—সোনালী সূতায় বোনা ঃ জর দ্রঃ।

দোজখ, দুজক, দজক—নরক। ফা. দূজ.খ্। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩য় ঃ আখেরের সম্বল চুরি করি নিশি রাইত। দোজকের রাস্তা কাড়ি লইয়াছে ডাকাইত॥ পুঃ মৈ. গীতিকা ঃ সেই না মদিনার মনে দিলাম বড় দাগা। মরিলে দুজকে হায়রে হইব আমার জাগা॥

দোতারা—দো দ্রষ্টব্য।

দোপিঁয়াজী—মাংসের সহিত তাহার দ্বিগুণ পেঁয়াজ সহকারে রান্না ব্যঞ্জন। ফা. দূ-পিয়াজ.হ ঃ দো এবং পেঁয়াজ দ্রঃ।

দোমহলা—দো দ্রষ্টব্য।

দোম্বল—দুম্বল দ্রষ্টব্য।

দোয়া, দুয়া—প্রার্থনা, আশীর্বাদ, অনুগ্রহ। ফা. দু'আ—প্রার্থনা। দোহাই দ্রঃ। তুঃ ক. ক. চণ্ডী ঃ দোয়া করে কলমা পড়িয়া।

দোয়াই—দোহাই দ্রষ্টব্য।

দোয়াত, দুয়াত, দ্বৎ, দোৎ, দৎ—মস্যাধার, কালির পাত্র। আ. দব্াৎ। -দান, -ই—দোয়াত রাখিবার পাত্র। দান দ্রঃ। তুঃ মা. চ. রাজার গান ঃ দোয়াত খতকলম যোগাইল অন্যে। পুঃ ক. ক. চণ্ডী ঃ কানে কলম হাতে দোত, আইলা কায়স্থ-সুত; মহাবীরে নত কইল মাথা। অথবা, দ্বিজ হরিরাম ঃ লয়্যা মসীদৎ, কায়েত সুৎ, বীরের নগর লিখে। আবার, গল্পগুচ্ছ, আপদ ঃ কিরণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেই দোয়াতদানটা বাক্সের

ভিতরে রাখিলেন। বা, গোরা ঃ সে টেবিলের উপরকার দোয়াতদানিতে কলমগুলো গুছাইয়া রাখিতে লাগিল।

দোয়েম—দ্বিতীয় ; যেমন, দোয়েম জমি—দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূমি ঃ জমি দ্রষ্টব্য। ফা. দুব্ম্।

দোরস্ত—দুরস্ত দ্রষ্টব্য।

দোশালা—এক জোড়া শাল, দুই দিক হইতে বোনা শাল। ফা. দূশালহ ঃ দো এবং শাল দ্রঃ। তু: বৃহৎ বঙ্গ, ২য় ঃ অবশেষে সেই দারুন শীত নিবারণের জন্য শাল দোশালা দিতে চাহিলেন।

দোস, দোস্ৎ, দোস্ত, দুস্ৎ—বন্ধু। দুস্তি—বন্ধুত্ব। ফা. দূস্ৎ, -ঈ। তুঃ পূ. গীতিকা, ২ ঃ সুন্দর কুমার তার সদা দিলখোস। গরু-চরানিয়া তার হইল বড় দোস ॥ পুঃ ঐ ঃ দিল্লীর বাস্‌সার সাহে দুস্তি তার ভারী। আপদে বিপদে থাকে ছেওয়ার মত ঘেরি ॥ আবার, আ. ঘ. দুলাল ঃ দোস্ৎ, এ সকল বাৎ দেল থেকে তফাৎ কর। অথবা, ঐ ঃ এসেছি বসিয়া আছি সেরফ দোস্তিতে।

দোহাই, দোয়াই—প্রমাণ, আশীর্বাদ, সাহায্য প্রার্থনা। আ. দু‘আ : দোয়া দ্রষ্টব্য। তুঃ তুমি ইতিহাসের দোহাই দিচ্চ। পুঃ মা. চ রাজার গান ঃ দরিয়াত পড়িয়া নটি দোহাই ফিরাইল। আ· পদামৃতমাধুরী (বিদ্যাপতি) ঃ শুন শুন মাধব তোহারি দোহাই। বড় অপরূপ আজি পেখঁলু রাই ॥

দৌলৎ—ভাগ্য, সম্পদ, প্রাচুর্য, অনুগ্রহ। ফা. দৌলৎ। -ধনাগার, বাসগৃহ (শ্রদ্ধাসহকারে উল্লেখ)। -দার—ধনী ; -মন্দ—ধনী। দার ও মন্দ দ্রঃ। তু: পূ· গীতিকা, ৩য় ঃ ধনদৌলত নাইরে তার নাইরে ঘরবাড়ী। কুসঙ্গে মজিয়া হইল দুষমন দুরাচারী ॥ পুঃ চাচা-কাহিনী ঃ কিন্তু ফন ব্রাখেলের প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা ছিল তার দৌলতে আমি অনেক কিছুই করতে প্রস্তুত ছিলাম।

দ্বৎ—দোয়াত দ্রঃ।

ন ঃ

ন, নও, নয়া—নূতন। ফা নৌ (সং নব)। -রোজ—নববর্ষ, বৎসরের প্রথম দিন : রোজ দ্রঃ। -শা—নূতন সম্রাট, বর ; শা দ্রঃ। তুঃ ব্যথার দান ঃ পেস্তার পুষ্পিত ক্ষেত্রে বুলবুলের নওরোজের মেলা বসেছে। পুঃ ঐ ঃ

এক একটা সিপাই শহীদ হয়েছে আর যেন বিয়ের নওশার মত লাল হয়ে শুয়ে আছে। অথবা পূ. গীতিকা, ৪র্থ : আস্তে ব্যস্তে ফুলের সাজি কণ্যা তুলিয়া লইল। নয়া বাগে ফুল তুলিতে গমন করিল॥ আবার, বৃহৎ বঙ্গ, ২য় : রাজস্ব ক্রমশ বর্দ্ধিত হইবে—লব্ধ মুঘলগণ ··· রাজপ্রাসাদে নরোজা উৎসব সম্পাদন করিবেন।

নওকর—নোকর দ্রষ্টব্য।

নও-জোয়ান—নূতন যুবক, নূতন উৎসাহ। ফা. নৌ-জুব়ান্ (সং নব-যৌবন) : জোয়ান এবং নও দ্রষ্টব্য।

নওবৎ—নহবত দ্রষ্টব্য।

নকর—নোকর দ্রষ্টব্য।

নকল—অনুরূপ, কৃত্রিম, অনুকরণ। আ. নক্ল্। -নবিশ—যে লেখা নকল করে : নবিশ দ্রঃ। তুঃ রবীন্দ্র, শারদোৎসব : আমি চিত্র-বিচিত্র করে পুঁথি নকল করতে পারি। পুঃ রাজর্ষি : সৈন্যরা হাসিতে লাগিল ও তাঁহার বাংলা কথা নকল করিতে লাগিল।

নক্সা—মানচিত্র, নমুনা, খসড়া। আ. নক্শহ। তু: অপসরণ : আমি কি জানতুম যে উনি আমার মূর্তি গঠনের জন্য নক্সা এঁকে নিচ্ছেন। পুঃ আ. ঘ. তুলাল : শিশুদিগের এমন তরিবৎ দিতে হইবে যে তাহারা প্রথমে নানা বস্তুর নক্সা দেখিতে পায়।

নকাশি—সোনারূপা প্রভৃতির উপর খোদাইবার কাজ; যে খোদাইবার কাজ করে। আ. নক্কাশী। যেমন, নকাশী বা নাকাশি-পাড়া।

নকিব—ঘোষণাকারী, প্রচারক। আ. নকীব্—তত্ত্বাবধায়ক। তুঃ নরসিংহ বসু : জনে জনে সম্মান শিরোপা একে একে। লুট মাপ বলিয়া নকিব ঘন ঘন ডাকে॥ পুঃ নৌকাডুবি : তিনি আমাকে দিয়া ইংরেজি খবরের কাগজে তাঁহার নকিবি করাইয়া লইতে ইচ্ছুক ছিলেন।

নগদ—উপস্থিত (টাকা)। আ. নক্দ্। -আ—যাহা নগদ পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্য। আ. নক্দহ। -ঈ—নগদ টাকা-বাহক। আ. নক্দী। তুঃ চতুরঙ্গ : অথচ উপলক্ষ সাজিয়া যেটুকু নগদ বিদায় জোটে সেটুকুর লোভও সামলাইতে পারি না। পুঃ নজরুল-গীতিকা : ধন নগদা যা পাস,

মিছে রসনে বসে বাকী পাওনা-আশায়। অথবা, বঙ্কিম, বিবিধ প্রবন্ধ : পাইক,' পিয়াদা, নগদী, হালসাহানা, কোটাল বা তদ্রূপ কোন নামধারী মহাত্মা তাগাদায় আসিলেন।

নগদান—নগদ খাজনা আদায়, নগদ হিসাব লিখিবার খাতা। আ. নক্‌দন্— নগদরূপে। নগদ দ্রষ্টব্য।

নগিচ—নজদিক দ্রষ্টব্য।

নঙ্গর, নোঙ্গর—নৌকা বাঁধিবার লৌহযন্ত্র বিশেষ। ফা. লন্‌গর্ : লঙ্গর দ্রঃ। তু: দ্বিজ বংশীবদন : নঙ্গর ছিঁড়িল আউলা বায়। পুঃ অপসরণ ঃ সে আর নোঙ্গর ছেঁড়া নৌকা নয়, সে পোতাশ্রয় পেয়েছে।

নছিব—নসিব দ্রষ্টব্য।

নজদিক, নজদিগ, নগিচ—নিকটবর্তী। ফা. নজ্‌দীক্। তুঃ আ. ঘ. ঢুলাল ঃ দশ আদমির নজদিগে বলে মোই তোমাকে খারাব করলাম। পুঃ ঐ ঃ আন্দাজ হয় মৌত নজদিক। অথবা, তারাশঙ্কর, পথের ডাক : এই খুব নগিছে বাবু। পো-টাক রাস্তা।

নজর—দৃষ্টি, উপঢৌকন, তত্ত্বাবধান। আ. নজ্‌র্—দৃষ্টি। -আনা—শ্রদ্ধার সহিত দত্ত উপহার। ফা. -আনা—শুভদৃষ্টি স্বরূপ। -বন্দি—দৃষ্টির মধ্যে আবদ্ধ রাখা। ফা -বন্দী। তুঃ মৈ. গীতিকা ঃ উচ্চ ডালে বইসারে পাখী নজর বহুদূরে। এই পথে নি যাইতে দেখেছ আমার কঙ্কধরে॥ পুঃ রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর ঃ নিকটে নকীব ছিল করিল জাহির। নজর-দৌলত এই বাঘাই হাজির॥ আবার, আ. ঘ. ঢুলাল ঃ এক এক বার কেতাবের উপর নজর করিতেছেন। অথবা, ঐ ঃ কেবল আটকে রাখাতে অথবা নজর-বন্দি করায় কি হইতে পারে? বা, ঐ ঃ কোন রকম কসরৎ নেই, ছুবেলা কড়া পাহাড়ায় নজরবন্দী রয়েছে। আবার, অন্নদামঙ্গল ঃ মহাবদজঙ্গ তারে ধরে লয়ে যায়। নজরানা বলে বার লক্ষ টাকা চায়।

নজরবন্দি—নজর দ্রষ্টব্য।

নজরানা—নজর দ্রষ্টব্য।

নজাত—নাজাৎ দ্রষ্টব্য।

নজির—উদাহরণ, উল্লেখ। আ. নজ়ীর্। তুঃ অপসরণ ঃ তবে বাগদানের সপক্ষে নজীর আছে বটে।

নপ্‌ছ—নফ্‌স দ্রষ্টব্য।

নফর—চাকর। আ. নফর্। -আলি—চাকুরী। তুঃ ময়ূর ভট্ট, শ্রীধর্ম্মপুরাণ : কলির দাপটে সবে, ধর্ম্মাধর্ম্ম না মানিবে, দ্বিজ হবে শূদ্রের নফর। পুঃ প্রা. ক. গান ঃ কৈলাস কহে জোর করে, এত নফরালি করে, তোমার মনের কথা ভাইরে পেলাম না।

নফরা—ভৃত্য (তুচ্ছার্থে) ; নফর দ্রঃ। তুঃ সংবাদ প্রভাকর (৭.৪.১২৫৪) : এই প্রকারে ইংরাজেরা আমাদের কল্যাণে বিলক্ষণ সুখ-সম্পত্তি ভোগ করিতেছে, আমরা চিরকাল যে নফ্‌রা সেই নফ্‌রাই আছি।

নফল—স্বেচ্ছা প্রণোদিত ধর্মকর্ম। আ. নফ্ল্। তুঃ তোহফা ঃ নামাজ, যাকাত রোযা, ফরয, নফল। ওযু, তৈয়ম্মম আদি যথেক গোসল।

নফস, নপ্‌ছ—প্রবৃত্তি। ফা. নফ্‌স্। তুঃ বাউল গান ঃ নপ্‌স রাজার সৈন্য-সেনা। বাড়াইল চল্লিশগুণ দেনা॥

নফা, নাফা—লাভ। আ. নফ্‌'অ। তুঃ রেজাউল্লা, কাছাছোল আম্বিয়া ঃ এছলামি বাঙ্গালায় কেচ্ছা রচনা হইলে। ইহার নাফাতে লোগ পউঁছিবে সকলে॥

নফি—অনস্তিত্ব, না-সূচক। ফা. নফী। তুঃ লালন-গীতিকা ঃ আহাদ আহামদের বিচার দেখ নজরে। চারেতে নাম আহামদ হয়, এক হরফ তার নফি কেন কয়? —সে কথাটি জানাবো কোথায়, নিশ্চয় করে॥

নবৎ—নহবৎ দ্রষ্টব্য।

নবাৎ—ইক্ষু। আ. নবাৎ। তুঃ বিপ্রদাস, মনসামঙ্গল ঃ দুগ্ধ গুড় নারিকেল শর্করা নবাৎ। বিবিধ পিষ্টক সজ্জা করে নানামত॥ পুঃ ক. ক. চণ্ডী নিদারুণ জ্যৈষ্ঠ মাসে নিদারুণ জ্যৈষ্ঠ মাসে। খাওআব তোমাকে হে নবাত আম্ররসে।

নবাব, লবাব, লওআব—সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, রাজপ্রতিনিধি। আ. নব্বাব্। -ই—নবাবের ন্যায় ব্যবহার, রাজপ্রতিনিধিত্ব, বাবুগিরি। -জাদা—নবাব-পুত্র ঃ জাদা দ্রঃ। তুঃ পূ. গীতিকা, ২য় ঃ পনর বছর সুলেমান নবাবী

করিয়া। খোদার আদেশে গেল বেহেস্তে চলিয়া॥ পুঃ চাচা-কাহিনী: এমন প্রলেতারিয়া রেস্তোরাঁয় নবাব-পুত্তুর কি ভেবে? আবার, গড়-শ্রীখণ্ড: মজর হাসতে হাসতে বলেছিলো, "তা আর বলতে! ছাওয়ালরা যখন ভিক্ষে করে খায় তখন অযোধ্যার নওয়াব ছাড়া আরকি বলা যায়।"

নবি—মহাপুরুষ, অবতার। আ. নবী। তুঃ পৃ. গীতিকা, ৪র্থ: পহেলা আল্লার নাম করিয়া স্মরণ। মাথা নোয়াইয়া বন্দম নবিজির চরণ॥

নবিশ, নবিস, নবীস—লেখা, লেখক। ফা. নবীশ্। তুঃ আ. ঘ. দুলাল: জবানবন্দি-নবিশ হন হন করিয়া জবানবন্দি লিখিতেছে। পুঃ রবীন্দ্র, রাজাপ্রজা: তোমরা যে আমাদেরই স্কুলের গুটিকয়েক বাক্য বিশারদ ইংরেজিনবিশ [১]।

নবিশিন্দা—লেখক, প্রথম হস্তক্ষেপ। ফা. নবীশিন্দহ। তুঃ বা. প্রবাদ: এক ওয়াকেবহাল, সাত নবিশিন্দা।

নমাই—নুমা দ্রষ্টব্য।

নমাজ, নামাজ, নেমাজ—প্রার্থনা। আ. নমাজ্। তুঃ অন্নদামঙ্গল: দেবী ভাবি হিন্দুরা সিন্দূর দেয় গাছে। শূন্য ঘরে কি কাজ তাহে আছে॥ পুঃ দ্বিজ হরিরাম, চণ্ডীকাব্য: উত্তম বিছানা পাইয়া, পশ্চিমের মুখ হইয়া, পঞ্চবার করয়ে নেমাজ।

নমুনা—আদর্শ, অনুরূপ। ফা. নমূনহ। তুঃ মৈ. গীতিকা: তুমি তো ঘরের বধূ অঙ্গ কাঁচা সোনা। রইয়া শুন আমার কথার কিঞ্চিৎ নমুনা॥

নয়া—নও দ্রষ্টব্য।

নর্গেস, নারগিস—ফুল বিশেষ। ফা. নর্গিস্। তুঃ রবীন্দ্র, পুনর্মিলন: নরগেস কোথা ফুটে খুঁজে পাওয়া দায়।

নর্দমা—পয়ঃপ্রণালী। ফা. নর্দ্বান। তুঃ নর্দমা দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে।

নরম—কোমল, ভদ্র। ফা. নর্ম্ (সং নম্র)। -গরম—মৃদু ও কড়া: গরম দ্রষ্টব্য। তুঃ রবীন্দ্র, নদী: নদী এই মতো অবশেষে—এল নরম মাটির দেশে।

---

১ এখানে নবিশ লেখক না হইয়া বরং পাঠক বা বিজ্ঞ অর্থ বুঝাইতেছে; ইহা ইংরেজী novice-এর সহিতও সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারে।

নশিন আসীন। ফা. নশীন্। যেমন, পর্দানশিন—পর্দার আড়ালে আসীনঃ পর্দা। দ্রঃ।

নস্‌কর—ভারতীর সৈন্য, উপাধি বিশেষ। ফা. লশ্‌কর্ ঃ লস্কর দ্রঃ। তুঃ রূপরাম, ধর্ম্মমঙ্গল : ষোল ক্রোশ উত্তরিল রাজার লস্কর। অনর্থ বাড়িল গিয়া ঢেকুর ভিতর॥ পুঃ চৈতন্য ভাগবত, অন্ত্য ঃ মুঞি সে নস্কর, এথাকার মোর ভার। নাগালি পাইলে, আগে সংশয় আমার।

নসিব, নছিব—ভাগ্য, অদৃষ্ট। আ. নস্বীব্। তুঃ দ্বিজ বংশীবদন ঃ শুন শুন হজরত, মোর দুঃখ কত মত, হৈল সব নসিবের দোষে। পুঃ পু. গীতিকা, ৩য় ঃ বহুত পাইল দুঃখ নছিবের লেখা। মা বাপের সঙ্গে আর না হইল দেখা॥

নহবত, নবৎ, নওবৎ, নৌবৎ—যুদ্ধ-বাজানা, উৎসব উপলক্ষে বাদ্য। আ. নৌবৎ। -খানা—যে গৃহে বা উচ্চ মঞ্চে নহবৎ বাজে। খানা দ্রঃ। তুঃ অন্নদা-মঙ্গল ঃ বাজে শিঙ্গা কাড়া ঢোল, নৌবৎ ঝাঁঝের রোল, শঙ্খ ঘণ্টা বাজে ঘড়ি ঘড়ি। পুঃ রবীন্দ্র, প্রকৃতির প্রতিশোধ ঃ রাজার বাড়ি নবৎ বসেছে। কিন্তু ভাই আমাদের ডুগডুগি না বাজলে আমোদ হয় না। আবার, শ্রীরা. কথামৃত, ২য় ঃ শ্রীশ্রীমা নহবতে আছেন। বা, ঐ ঃ মঙ্গল আরতির পরই প্রভাতি রাগে নহবৎখানার মধুর তানে রসনচৌকি বাজিতেছে।

নহর—খাল, নদী। আ. নহ্‌র্। তু: গোপাল হালদার, কোদালি ও কলম ঃ খুঁড়ে তুলতে হবে মাটির তল থেকে জল, নদী কেটে আনতে হবে নহর।

না-ওয়াকেফ—অজানা, অপরিচিত। ফা. না- ; আ. ব্াকিফ্ ঃ ওয়াকেব দ্রঃ। তুঃ রিক্তের বেদন ঃ তবে সকলেই আমার পরমার্থ কল্যাণের জন্য যে সকাল-সন্ধ্যে প্রার্থনা করত সেটা আমার তীক্ষ্ণ শ্রবণেন্দ্রিয় নাওয়াকেফ ছিল না।

নাকচ—রদ, বাতিল, অনুপযুক্ত। আ. নাকিস্—অনুপযুক্ত। তুঃ রবীন্দ্র-জীবনী, ৪র্থ ঃ অভিনয়ের দল লইয়া অন্যান্য শহরে যাইবার যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা নাকচ করিয়া দেওয়া হইল।

নাকাল—(অনর্থক) কষ্ট। আ. নকাল্—শাস্তি। তুঃ সা. বি. গোলাম : চুলের মুঠি ধরে টেনে হিচঁড়ে নাকালের একশেষ করলে রূপো দাসী।

নাকারা—নাগরা দ্রষ্টব্য।

নাখেরাজ—নিষ্কর, খেরাজ বিহীন। ফা. নহ খিরাজ : খেরাজ ও লাখেরাজ দ্রঃ। তুঃ রবীন্দ্র, চরিত্রপূজা : গ্রামের অনেকেই বসত-বাটি নাখেরাজ করিবার জন্য তাঁহাকে অনেক উপদেশ দিয়াছিল।

নাখোদা—মাল্লা, নাবিক। ফা. নাখুদা (বা নাও-খুদা)। তুঃ পথে-বিপথে, মাতু : আমি অবিনের সঙ্গে মীর সাহেবের খাস-কামরায় গিয়ে দেখলাম, এক বুড়ো নাখোদা নেওয়ারের এক খাটিয়ায় বসে তামাক টানছেন।

নাখোশ—অসন্তুষ্ট। ফা. না-খুশ্ : খুশ দ্রঃ। তুঃ রাজসিংহ : বাদশাহ যদি তাহাতে নাখোশ হন, তবে আমি আছি।

নাগরা, নাগারা, নাগেরা, নাকারা—এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। আ. নকারহ। -চি—নাগারা-বাদক। তুর্কী. চী। তুঃ রামনারায়ণ, ধর্ম্মরাজের গীত : তের দলুই ঘন দেয় নাগরা নিশান। শব্দ শুনি ইছাই কোপেতে কম্পমান॥ পুঃ মৈ. গীতিকা : ঢুলী নাগারচী রাজার রাজ্যে বাস করে। রস্তুনচকী বাজায় তারা হাফরখানা ঘরে॥ অথবা, পূ. গীতিকা, ৩য় : "বাও বাও" বলি দিল নাগেরায় বাড়ি। লঙ্গর তুলিয়া পরে ডিঙ্গা দিল ছাড়ি॥ আবার, রবীন্দ্র, হোরিখেলা : বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো—উঠল বেজে কড়া-নাকাড়া।

নাগা—হঠাৎ। ফা. নাগাহ। -হান, -ই—দৈবক্রমে। ফা. নাগহান্, -ঈ। তুঃ আমীরুদ্দীন, কাছাছোল আম্বিয়া : কেতাব ছাপিতে নাহি গাফেলি তাহার। নাগেহানি হরকতে ছিলেন লাচার॥

নাগাৎ, নাগাদ, নাগাইদ, লাগায়েৎ, লাগাদি—অবধি। আ. লঘায়ৎ। তুঃ আ. ঘ. দুলাল : সে নাগাদ ব্রজনাথ কবিরাজ দেখছে। পুঃ যোগাযোগ : আর তিনি ছুটিই বা দেবেন কোন নাগাৎ। অথবা, রাজসিংহ : সন্ধ্যা লাগায়েত শক্তি পাইতে পারি। আবার, প্রা. বা. পত্র সঙ্কলন : লাগাদী সন ১১৯০ সাল তক।

নাগারা—নাগরা দ্রষ্টব্য।

নাগাহান—নাগা দ্রষ্টব্য।

নাগেরা—নাগরা দ্রষ্টব্য।

নাগেহান—নাগা দ্রষ্টব্য।

নাচার, -ই—অসহায়, উপায়হীন, বেচারা। ফা. নাচার্। চারা দ্রঃ। তুঃ অপসরণ: যদি আঘাত করি তবে নাচার হয়েই করি, বিশ্বাস কর। পুঃ রবীন্দ্র, শিশু (পরিচয়): হাত বাড়িয়ে মুখে সে চায়. আমি তখনি নাচারি।

নাছ, লাছ—(পেছন দরজার) রাস্তা। আঃ নহজ্। তুঃ বা. প্রবাদ: গরু কিনবে আগে পাছে, পুকুর কাটবে বাড়ীর নাছে। পুঃ শূন্য-পুরাণ: তাহার দুআরে আছে পারিজাত-গাছ। চন্দনে চর্চ্চিত হয়্যা জম রাজার লাছ॥

নাজ্নী, নাজনিন—সুন্দরী, প্রেয়সী। ফা. নাজ্‌নীন্। তুঃ রাজসিংহঃ অয় নজনী,··· ···তোমার সুরত ও দৌলত শুনিয়া আমি একেবারেই বেহোস ও দেওয়ানা হইয়াছি। পুঃ ঐ: ঔরঙ্গজেব প্রত্যহ অবসর মত, সুখের ও আয়েসের সময়ে, "রূপ নগরী নাজ্নীকে" ডাকিয়া কথোপকথন করিতেন।

নাজাত, নজাৎ—মুক্তি। আ. নজাৎ। তুঃ বিষের বাঁশী: নাজাত পথের আজাদ মানব নেই কিরে কেউ বাঁচা,—ভাঙতে পারে ত্রিশ কোটি এই মানুষ মেষের খাঁচা?

নাজায়েজ—বিধি-বহির্ভূত। ফা. নজায়িজ: জায়েজ দ্রঃ। তুঃ সংবাদ প্রভাকর (২. ১১. ১১৫৯): ··· কারণ মফঃসলের প্রজাদিগের মধ্যে যাহারা নাজায়েজ লবণ প্রস্তুত করে তাহারদিগের কার্য্য স্বতন্ত্র।

নাজিম—রাজস্ব সংগ্রহকারী শাসনকর্তা। আ. নাজ্বিম্। -খানা— রাজস্ব বিভাগের অফিস।

নাজির—পর্যবেক্ষক, আদালতের নীচ কর্মচারীদের তত্ত্বাবধায়ক। আ. নাজ্বির্। তুঃ মৈ. গীতিকা: উজির নাজির আরে এই না দেখিয়া। মিয়ার নিকট কয় দর্শন দিয়া॥

নাজিল—নাজেল দ্রষ্টব্য।

নাজুক—কমনীয়, সুন্দর। ফা. নাজুক্‌। যেমন, নাজুক বদন ঃ বদন দ্রঃ। তুঃ রিক্তের বেদন ঃ আমার এই নাজোক জানটায় একটু আঁচড় লাগলেই ছোট্ট মেয়ের মত চেঁচিয়ে উঠবো।

নাজেল, নাজিল—অবতরণ, স্বীকৃতি। আ. নাজিল্‌। -মঞ্জুর—বিশেষ সহায়তা ঃ মঞ্জুর দ্রঃ। তুঃ কাব্য-আমপারা ঃ তদুত্তরে এই সুরা নাজেল হয়। পুঃ গড়-শ্রীখণ্ড ঃ খোদা রহমান, আমার জন্যি কি কমিটির সেক্রেটারি নাজেল-মঞ্জুর করবা না?

নাজেহাল—সঙ্কটাপন্ন, (অবস্থার) বিপাক। ফা. নহ অজ্‌ হাল্‌ ঃ হাল দ্রঃ। তুঃ অপসরণ ঃ তুমি নাজেহাল হয়ে বলতে, খুশি, আমাদের সম্পর্ক যেমন আছে তেমনি থাকলেই সুন্দর হয়।

নাতান, নাতোয়ান—অক্ষম, দুর্বল। ফা. না-তবান্‌। তুঃ বা. প্রবাদ ঃ খল পড়শী, নাতান (বা নাতোয়ান) ভাই, তার সাথে বসতি নাই।

নান—রুটি। ফা. নান্‌। তুঃ ধূপছায়া ঃ এই নান আপনি কতখানি মোলায়েম বা ক্রিস্‌প পছন্দ করেন সেটা দু'চার দিন খাওয়ার পরেই খানসামাকে বলে দিতে পারবেন।

নাপছন্দ—যাহা মনোমত নহে, অমনোনীত। ফা. না-পসন্দঃ পছন্দ দ্রঃ। তুঃ অপসরণ ঃ নগণ্য বেবী-মটরকার তার নিজেরি না-পছন্দ।

নাফরমান—অবাধ্য। ফা. না-ফর্‌মান্‌ ঃ ফরমান দ্রঃ।

নাফা—নফা দ্রষ্টব্য।

নাবালক, -গ—অপ্রাপ্তবয়স্ক। ফা. নহ+আ. বালিঘ—প্রাপ্তবয়স্ক। তুঃ অপসরণ ঃ এদিকে দু'টি নাবালক নাবালিকা নিয়ে বিদেশে বেসামাল হয়েছেন তিনি।

নামজাদা—প্রসিদ্ধ। ফা. নাম্‌জাদহ। তুঃ চতুরঙ্গ ঃ তিনি তখনকার কালের নামজাদা নাস্তিক।

নামজারি—নামপ্রতিষ্ঠা, প্রচার। ফা. নাম্+আ. জারী: জারি দ্রঃ। তুঃ রবীন্দ্র, নষ্টনীড়: ভূপতি অত্যন্ত খুশি হইয়া ভাবিতে লাগিল, বেনামি লেখাটায় নিজের নামজারি করা যায় কী উপায়ে।

নামঞ্জুর—অগ্রাহ্য, পরিত্যক্ত। ফা. না+মন্জ্‌ূর্: মঞ্জুর দ্রঃ। তুঃ রবীন্দ্র, সাহিত্য (সাহিত্য-সম্মিলন): তাঁহারা আমার পূর্বেকার নোকরি স্মরণ করিয়া দরখাস্ত নামঞ্জুর করিয়াছেন।

নামা—বই, চিঠি। ফা. নামহ্। তুঃ বাংলা সাহিত্যে নজরুল: "চিত্ত-নামা" দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবন-গাথা।

নামাজ—নমাজ দ্রষ্টব্য।

নামুনাসিব—মুনাসিব দ্রষ্টব্য।

নায়েব—সহকারী, প্রতিনিধি, তত্ত্বাবধায়ক। আ. নায়িব্। তুঃ আ. ঘ. দুলাল: নায়েব সর্ব্বদাই জমিদারকে এত্তেলা দিতেন। পুঃ রাজসিংহ: সকল সংবাদই জেব-উন্নিসা নিয়া থাকেন—তিনি নাএবে-বাদশাহ।

নারগিস—নর্গেস দ্রষ্টব্য।

নারাজ—অসম্মত, অসন্তুষ্ট। আ. না-রাজ্: রাজি দ্রষ্টব্য। তুঃ অপসরণ: ছেলে মানুষ করা দূরে থাক, ছেলের মা হতে আমি নারাজ। পুঃ শ্রীরা কথামৃত, ২য় (রামপ্রসাদ): সগুণে নির্গুণে বাঁধিয়ে বিবাদ, ঢ্যালা দিয়ে ভাঙছে ঢ্যালা। মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজী, নারাজ কেবল কাজের বেলা।

নারেঙ্গ—কমলালেবু। ফা. নারন্গ্। তুঃ নারায়ণ দেব: ডেউআ ডেফল তবে আনিমু নারেঙ্গ। জারে খাইআ মিতা বড় হইব রঙ্গ॥

নাল—গরু, ঘোড়া প্রভৃতির ক্ষুরে বদ্ধ লৌহবিশেষ। আ. ন'ল্। -বন্দি—পশ্বাদির ক্ষুরে লৌহবন্ধন, সামান্য উপঢৌকন। তুঃ শরৎচন্দ্র, লালুর পাঁঠাবলি: ... ফুটো করবার একটা পুরনো তুরপুনের ফলা, একটা ঘোড়ার নাল,—কি জানি কোথা থেকে সে এসব সংগ্রহ করেছিল। পুঃ রামনারায়ণ, ধর্ম্মরাজের গীত: নালবন্দি অল্প হবে না হবে জেআদা। কেবল রক্ষ্যাতে গৌরশ্বরের মর্য্যাদা॥

নালায়েক—লায়েক দ্রষ্টব্য।

নালিশ—অভিযোগ। ফা. নালিশ্। তুঃ আ. ঘ. দুলাল : পরওয়ানা পড়িয়া মিথ্যা নালিশ জন্য রাগে কাঁপিতে লাগিল।

নাস্তা—খাদ্য, জল খাবার। ফা. নাশ্তহ। তুঃ পূ. গীতিকা, ৪র্থ : তুই আক্ত নাস্তা বানায় সকাল বিকালে। ছেচাঁ পান পাইয়া বুড়ি চুম্প দিল গালে॥

নাস্তানাবুদ—বিশেষ লাঞ্ছিত, ছিন্নভিন্ন। ফা. নহ অস্ত নহ বুদ্। তুঃ জোড়া-সাঁকোর ধারে : যেন দুষ্ট ছেলের চুল কাটবে নাপিত, ছেলে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে হেলিয়ে দুলিয়ে নাপিতকে নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছে। পুঃ রবীন্দ্র, বিবিধ প্রবন্ধ (পাগল) : একেবারে হিসাবকিতাব নাস্তানাবুদ করিয়া দিয়াছ।

নাহক—বৃথা, অন্যায়। ফা. না + আ. হক্ : হক দ্রঃ। তুঃ রাজর্ষি : নাহক আবার লড়াই করিতে হইবে। পু: সীতারাম : এইত গেল নিরপরাধী বেচারাদের নাহক কয়েদ।

নিক—নেক দ্রষ্টব্য।

নিকা—নিগা দ্রষ্টব্য।

নিকা, নিখা, নেকা—(মুসলিম) বিবাহ। আ. নিকাহ। তুঃ বিপ্রদাস, মনসামঙ্গল : নিকা-বিভা ঘনে ঘন, তথা করে সর্ব্বজন, সদা খোসালিত অতিশয়। পুঃ পূ. গীতিকা, ৩য় : পর পুরুষ তুমি এখন না ছুইও মোরে। যাহা চাও তাহা দিব নিকা হইলে পরে॥ অথবা, মৈ. গীতিকা : নিখা যদি করে মোরে ভাল মত চাইয়া। আমার ঘরের যত নারী রইব বাঁদি হইয়া॥ আবার, রাজসিংহ : তাই অনুগ্রহ করিয়া আমাকে নেকা করিতে চাহিয়াছিলে ?

নিখরচা—খরচ ছাড়া, ব্যয়শূন্য। ফা. নহ খরচ্ : খরচ দ্রঃ। তুঃ রবীন্দ্র, খাপছাড়া : নৈশ বিদ্যালয়—নিখরচা জীবিকার বিদ্যা-উপার্জন।

নিখা—নিকা দ্রষ্টব্য।

নিগা, নিঘা, নেগা, নেঘা, নিকা—দৃষ্টি, তত্ত্বাবধান। ফা. নিগাহ। -বান, -মান—পর্যবেক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক। ফা. -বান্। তুঃ গরীবুল্লা, ইউসুফ জেলেখা : আসরে বসিয়া যত হিন্দু-মুসলমান। সবাকার তরে আল্লা হও নেঘাবান॥ পুঃ পু. গীতিকা, ৩য় : খালি বাড়ীতে থুইয়া গেলাম

রে—আরে ভালা কেউ না নিকামান। অথবা, আ· ঘ· দুলাল: মামলা মকদ্দমার নেগাবানি তুমি ও মুই করে বেলকুল বখেড়া কেটিয়ে দিব—তাতে ডর কি?

নিজাম, নেজাম—শাসনকর্তা, ব্যবস্থাপক বা ব্যবস্থা। আ· নিজ্‌াম্‌। -অৎ-শাসন, সুব্যবস্থা। আ.-অৎ—গুণবাচক বিশেষ্যের চিহ্ন। তুঃ চতুরঙ্গ: পাড়ার লোকে ভাবিল কাবুলের আমির আসিয়াছে বা অন্তত হাইদ্রাবাদের নিজাম। পুঃ সংবাদ প্রভাকর (১৫·১২·১২৫৪): এতদ্ব্যতীত প্রাত্যহিক ডাকে প্রাত্যহিক প্রভাকর মুর্শিদাবাদের নেজামতে বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজের সমীপে এবং মহিষাদলাধীশ্বর প্রভৃতি মান্যবর মহাশয়দিগের নিকটে প্রেরিত হইয়া থাকে। অথবা, চন্দ্রশেখর: যদি ইহা নিজামতের নৌকা না হয়, তবে কি হইবে, তাহা ভাবিল না।

নিম—অল্প, অর্ধেক। ফা. নীম্‌। -রাজি—অল্পাধিক স্বীকৃত। রাজি দ্রঃ। তুঃ দশকুমার চরিত: নিমরাজি হয়ে যজমান আবার যেই প্রশ্ন করবেন—।

নিমক, নেমক—লবণ। ফা· নমক্‌। -দান—লবণপাত্র। দান দ্রঃ। -হারাম—অকৃতজ্ঞ। হারাম দ্রঃ। -হালাল—কৃতজ্ঞ। হালাল দ্রঃ। -ই, নিমকি—নোনা পিঠা। ফা নমকিন্‌—লবণাক্ত। তুঃ অন্নদামঙ্গল: যেমন নিমক খালি, হালাল করিলি ভালি, মাথা কাটি তবে দুঃখ যায়। পুঃ ঐ: নিমক-হারাম বেটা, আজি বাঁচাইবে কেটা, দেখিবি করিব, যে হাল। অথবা, বিষবৃক্ষ: একা দেখিলেই নগেন্দ্রর নেমকহালাল হিন্দুস্থানীরা 'মা-ঠাকুরানী' বলিয়া পাছু লাগিত। আবার, চাচা-কাহিনী: তিন-জনের সামনেই আপন আপন নিমক-দান। বা, সধবার একাদশী: আমাকে একদিন ডাক্তারবাবু তাঁর স্ত্রীর হাতের খিরেলা, খাজা, নিমকি পাঠ্যে দিচ্লেন।

নিমকিন—সুন্দর। ফা. নমকীন্‌ (সং লাবণ্য): নমক দ্রঃ। তুঃ ঢো· চ· মানস: খাসা মেয়েটা। বাই গড বলছি, বেশ নিমকিন দেখতে।

নিমা—(অৰ্দ্ধেক আস্তিন বিশিষ্ট) এক প্রকার খাট জামা। ফা. নীমহ: নিম দ্রঃ। তুঃ দ্বিজ বংশীবদন: পাওজামা নিমা টুপী পরি কটিবন্ধ। হাসন সৈদের সাজে সাত ফরজন্দ॥

নিয়াজ, নেয়াজ অভাব, দারিদ্র্য। ফা. নিয়াজ্। বে-নিয়াজ—অভাবহীন, স্বাধীন। ফা. বে-নিয়াজ্ঃ বে দ্রষ্টব্য। তুঃ লালন-গীতিকাঃ আশকের আশকী নামাজ—রাজী যাতে হয় বেনিয়াজ। পুঃ কাব্য-আমপারাঃ আল্লা কাহারও মুখাপেক্ষী বা সাহায্যপ্রার্থী নন, সকলেই তাঁহার সাহায্য-প্রার্থী ; তিনি যে বে-নেয়াজ।

নিয়ামত, নেয়ামত—অনুগ্রহ, সম্পদ, আনন্দ। আ. নি'অমৎ। তুঃ কাব্য-আম-পারাঃ ব্যক্ত করহ নিয়ামত যাহা—দিলেন তোমারে তব প্রভু।

নিরিখ—দর, দাম, কর। ফা. নির্খ্। যেমন, নিরিখের মোকদ্দমা, অর্থাৎ যে মোকদ্দমায় করের হিসাব ধার্য হয়। তুঃ বঙ্কিম, বিবিধ প্রবন্ধঃ নিরিখ পূর্ব্ববর্ণিত প্রণালীতে বাড়িয়া গিয়াছে। পু: ঐঃ জমিদারী নিরিখ টাকায় চারি আনা।

নিশা, নেশা—মত্ততা, আসক্তি। ফা. নশহ। -খোর—পানাসক্ত। খোর দ্রঃ। তুঃ রবীন্দ্র, সোজাসুজি ঃ বাসন্তী রঙ আসনখানি—নেশার মত চক্ষে ধরে।

নিশান—পতাকা, চিহ্ন, বর্ম। ফা. নিশান্। -দার—পতাকাবাহক। -দিহি—চিহ্নিতঃ দিহি দ্রঃ। -ই—আদর্শ। ফা. নিশানী। তুঃ মঙ্গলচণ্ডীর গীতঃ পত্র পাইয়া তবে খুলনা সুন্দরী। আর নিশান দেয় হস্তের আঙ্গুরী॥ পুঃ মনসাবিজয় ঃ অশ্ব-দন্তি-সেনাগণ, বেড়ি চলে সর্ব্বজন, পদ্মার নিশান আগে জায়। আবার, দেবী চৌধুরাণীঃ আমি বজরা তল্লাশী করিতেছি—তুমি নিশানদিহি করিবে, আইস। অথবা, ক. ক. চণ্ডীঃ কুলেতে কুড়িয়া খাত রসদ করিল। রাম-কলার গাছ পুতে নিশানি থুইল॥

নিশানা—লক্ষ্য, চিহ্ন। ফা. নিশানহঃ নিশান দ্রঃ। তুঃ কৃত্তিবাসঃ একথা শুনিয়া রানী চাহিতে লাগিল। কপালে নিশানা ছিল তখনি চিনিল। পুঃ সা· বি· গোলামঃ এ পথটার নিশানা ঠিক ছিল না।

নিশানি—নিশান দ্রষ্টব্য।

নুক্তা—নোক্তা দ্রষ্টব্য।

নুমা, নুমাই, নমাই—দৃশ্য, দর্শন। ফা. নুমা, নুমাঈ। চশমা-নুমা—নিন্দাঃ চশম দ্রষ্টব্য।

নুমাল—রুমাল। রুমাল দ্রঃ। তুঃ জামাই বারিকঃ মুখ ঘামেছে বুক ঘামেছে বিবির ভাসে যাচ্চে হিয়ে। খসম যদি থাকতো কাছে পুঁচতো নুমাল দিয়ে॥

নুর, নূর—(স্বর্গীয়) আলো, দিব্য জ্যোতি। আ. নূর্। তুঃ বাউল গান, লালনঃ নুরের মানে হয় কোরানে, নুর বস্তু সে নিরাকার প্রমাণে।

নেক, নিক—ভাল, সৎ। ফা. নীক্। নেকা, ন্যাকা, নেকি (স্ত্রী)—বোকা, ভাল মানুষের ভাব দেখানো। -মো, -মি—অজ্ঞতা, সৎ-এর ভাব। -নজর—অনুগ্রহ, সুদৃষ্টিঃ নজর দ্রঃ। তুঃ ক ক চণ্ডীঃ মোর বোল শুন নেকা, বুড়িরে মারিয়া ঢেকা, মশান হইতে কর দূর। পুঃ অপসরণঃ মেয়েটি কি নীরেট না ন্যাকা? কি হয়েছে তাও খুলে বলতে হবে? অথবা, লোকরহস্যঃ মর নেকি, তাও জানিসনে? আবার, অপসরণঃ আমিও সারাজীবন সহ্য করেছি একজনের আদর্শের ন্যাকামি। বা, অবিশ্বাস্যঃ প্রথম দর্শনেই তিনি বুঝে গেলেন, মেম সাহেব তাঁকে নেক-নজরে দেখেছেন।

নেকা—নিকা দ্রষ্টব্য।

নেকাব—পর্দা, আচ্ছাদন। আ. নকাব্। তুঃ নজরুল, চাঁদনী রাতেঃ নীলিম-প্রিয়ার নীলা গুল-রুখা নাজুক নেকাবে ঢাকা। দেখা যায় ঐ নূতন চাঁদের কলোতে আব্ছা আঁকা॥

নেকি—ভদ্রতা। ফা. নীকীঃ নেক দ্রঃ। তুঃ রঙ্গবাহারঃ খছলত আদত আচ্ছা নেকি ছাড়া নাহি করে বদি।

নেগা, নেঘা—নিগা দ্রষ্টব্য।

নেজা, নেঞ্জা—বর্শা। ফা. নীজ.হ। তুঃ রামনারায়ণ, ধর্ম্মরাজের গীতঃ ডানি হাতে নিল নেঞ্জা বাম হাতে বাঁশ। বেশ দেখি বিশেষ বাসবে লাগে ত্রাস॥ পুঃ রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দরঃ ফুলের বাগান ভেঙ্গে তচনচ করে। নেজা হাতে কোতোয়াল ঢুকে তার ঘরে॥

নেজাম—নিজাম দ্রষ্টব্য।

নেঞ্জা—নেজা দ্রষ্টব্য।

নেবাজ—পৃষ্ঠপোষক। ফা. নবাজ.। তুঃ অন্নদামঙ্গলঃ সাতদিন ক্ষম মোরে, ধরি আনি দিব চোরে, প্রাণ রাখ গরীব নেবাজে।

নেমক—নিমক দ্রষ্টব্য।

নেমাজ—নমাজ দ্রষ্টব্য।

নেয়াজ—নিয়াজ দ্রষ্টব্য।

নেয়ামত—নিয়ামত দ্রষ্টব্য।

নেশা—নিশা দ্রষ্টব্য।

নেহাজ—চলমান, পথ। আ. নহজ্‌; নাছ দ্রঃ। বা, আ. মুহজ্জহ—চলমান, প্রস্থান। তুঃ বাউল গান, লালন: পড়ে কালাম নেহাজ করো,—তবে সব জানিতে পারো।

নেহাৎ, নেহায়েৎ—কম পক্ষে, নিতান্ত। আ. নিহায়ৎ। তুঃ অপসরণ: কিন্তু সেটা হতো নেহাৎ গায়ের জোর। পুঃ বাউল গান, লালন: নবী না মানিল যারা, নেহায়েৎ কাফের তারা।

নেহালী—উপহার; এক প্রকার শয্যা। আ. নব্‌াল্‌; অথবা, ফা. নিহালী। তু: গোরক্ষ-বিজয়: মেখলি এড়িয়া পাইল এ লেপ নেহালী। পুঃ ঐ: লেপ নেহালি পরে সুখে নিদ্রা জাও। সোল সয় কদলিএ ধরে তোম্মার হাতপাও॥

নোকর, নৌকর, নকর—ভৃত্য, চাকর। ফা. নৌকর্‌। -ই—চাকরি। ফা. নৌকরী। তুঃ বা. প্রবাদ: বেদিল নওকর দুশমন বরাবর। পুঃ কাহিনী, লক্ষ্মীর বিচার: তাই যদি হবে অগণ্য—নোকর চাকর কিসের জন্য। আবার, পলাতকা: "কেমন তোমার নোকরি থাকে দেখব আমি। প্যাসেঞ্জারকে ঠকিয়ে বেড়াও! ঘোচাব নষ্টামি।"

নোকসান—লোকসান দ্রষ্টব্য।

নোক্তা, মুকৃতা—বিন্দু। আ. মুকৃত্বহ। তুঃ বা. প্রবাদ: নোকৃতার আঁচড় (অর্থাৎ বিন্দুমাত্র বা সামান্য লেখা)।

নোঙ্গর—নঙ্গর দ্রষ্টব্য।

নৌ—নও দ্রষ্টব্য।

নৌকর—নোকর দ্রষ্টব্য।

নৌবৎ—নহবৎ দ্রষ্টব্য।

ন্যাকা—নেক দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থপঞ্জিনির্দেশ

পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থাদি ইহাতে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

অক্ষয়কুমার বড়াল : শঙ্খ

অজিত দত্ত : বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস

অবধূত : মরুতীর্থ হিংলাজ

অমৃতলাল বসু : বাবু নাটক

কৃষ্ণরাম দাস : কালিকামঙ্গল

কেতকদাস : মনসামঙ্গল

গিরিশচন্দ্র ঘোষ : মুকুল-মুঞ্জরা

গৌরাঙ্গদাস : ভাগবত

জসিমুদ্দিন : হাসু

জীবন মৈত্র : মনসামঙ্গল

ডাকের বচন

দীনেশচন্দ্র সেন : বৃহৎ বঙ্গ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র-জীবনী

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : ছোটগল্প

ফৈজুল্লা, শেখ : গোরক্ষ-বিজয়

বিদ্যাপতি : পদাবলী

বিনয়কুমার সরকার : বাড়তির পথে বাঙ্গালী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কাহিনী, পলাতকা, বাল্মীকি-প্রতিভা, বিসর্জন, রক্তকরবী, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, য়ুরোপ যাত্রীর ডায়রী

রামচন্দ্র বাড়ুয্যে : ধর্ম্মরাজের গীত

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য : শিবকীর্তন পালা

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : শরৎ-গ্রন্থাবলী, সতী, স্বামী

সংবাদ প্রভাকর

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : বেলাশেষের গান

সীতারাম দাস : ধর্ম্মরাজের গীত

সুকুমার রায় : খাই খাই

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় : ছোটগল্প

হরিদেব : শীতলামঙ্গল

হাসান হাফিজুর রহমান : পূর্ব-পাকিস্তানের কাব্য-সাহিত্য